ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 April, 2023 ■ আগরতলা ২৭ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ১৩ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ছত্তিশগড়ে নকশাল হামলা শহিদ ১১ জন নিরাপত্তাকর্মী

দান্তেওয়াড়া, ২৬ এপ্রিল (হি.স.)।। ছত্তিশগড়ে বড়সড় হামলা চালিয়েছে মাওবাদীরা। নকশালদের আইইডি বিস্ফোরণে ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন চালক শহিদ হয়েছেন। বস্তার আইজি সুন্দর রাজ পি নকশাল হামলা এবং জওয়ানদের শহিদ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তথ্য অনুসারে, আরানপুর থানা এলাকায় নকশালদের উপস্থিতির খবরে, নকশালদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য দান্তেওয়াড়া থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। অভিযানের পরে ফিরে আসার সময়, নকশালরা আরানপুর রোডে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলস্বরূপ ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন গাড়ি চালক যারা অভিযানে জড়িত ছিলেন তারা শহিদ হন। আচমকা এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য জওয়ানরা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। খবর পেয়ে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ

ছত্তিশগড়ের দান্তেয়াড়াতে মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তা বাহিনী তদন্ত করছে।

মোতায়েন করা হয়েছে।

ছত্তিশগড়ে বড়সড় হামলা চালিয়েছে মাওবাদীরা। মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন চালক শহিদ হয়েছেন। এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুধবার এক টুইট বার্তায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। টুইটে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ওই জওয়ানদের অবদানের কথা সবসময় স্মরণ করা হবে। নিহতদের পরিবারের প্রতিও গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, এদিন আরানপুর থানা এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতির খবরে, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য দান্তেওয়াড়া থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। অভিযানের পরে ফিরে আসার সময়, মাওবাদীরা আরানপুর রোডে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলস্বরূপ ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন গাড়ি চালক যারা অভিযানে জড়িত ছিলেন তারা শহিদ হন। আচমকা এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য জওয়ানরা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। খবর পেয়ে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ছত্তিশগড়ে বড়সড় হামলা চালিয়েছে মাওবাদীরা। মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন চালক শহিদ হয়েছেন। এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মমতা নীতীশের বৈঠক হলেও পাওয়ারের অন্য গান

বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যের তাগিদ থাকলেও বিরোধীরা এককাট্টা হতে পারছে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির বিরুদ্ধে ঐক্যের তাগিদ থাকলেও বিরোধীরা এককাট্টা হতে পারছে না। মমতা নীতীশের বৈঠক হলেও শরদ পাওয়ারের মতিগতি অন্য। তার সুর আলাদা।

২০২৪ এ লোকসভা নির্বাচনের আগেই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে এখন রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে। বিশেষ করে কর্ণাটককে নিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছে শাসক এবং বিরোধীরা। তবে বাকি রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচন থেকে লোকসভার সদস্য সংখ্যা বাড়াতে এখন তৎপর বিজেপি। ২৪এ মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এই পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন শাসক দলের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন এবারের লড়াই একটু কঠিন।

যদিও ব্যাকফুটে রয়েছে কংগ্রেস। তাই কংগ্রেসকে নিয়েই এবার বিরোধীরাও সলতে পাকাচ্ছেন। ২৪ এর মার্চেই দেশের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের ইঙ্গিত মিলতেই বিরোধীরা ঐক্যে শান দিতে শুরু করেছে। বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে এবার সমস্ত বিরোধী দল একজোট হয়ে লড়াইয়ের বার্তা ইতিমধ্যেই দিয়ে রেখেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা। সম্প্রতি নবান্নে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেডিইউ সুপ্রিমো নিতিশ কুমার ও রাষ্ট্রিয় জনতা দল আরজেডির চেয়ারম্যান তেজস্বী যাদবকে নিয়ে একপ্রস্ত বৈঠক সেরে নিয়েছেন। এদিকে, আগামী লোকসভা ভোটে বিজেপি বিরোধী জোট গঠনের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের উদ্যোগ নিয়ে কটাক্ষ করলেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর (পিকে)। মঙ্গলবার তিনি বলেন, ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগে অন্ধ্রপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডুও বিরোধীদের একজোট করার চেষ্টা শুরু করেছিলেন। তাতে লাভ হয়নি। নীতীশ কুমার খোঁড়া সরকার চালাচ্ছেন। ওঁর উচিত বিহার নিয়ে চিন্তা করা।

সোমবার বিরোধী জোটের বার্তা নিয়ে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন নীতীশ। সঙ্গে ছিলেন আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের ছেলে তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। প্রসঙ্গত, মার্চ মাসে পিকে দাবি করেছিলেন আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী দলগুলি বিজেপিকে হারাতে পারবে না। তিনি বলেছিলেন, কয়েক জন নেতা এবং রাজনৈতিক দলকে একমঞ্চে নিয়ে এলেই বিরোধী জোট তৈরি হয়ে যাবে না।

২০২১-এর নীলবাড়ির লড়াইয়ে তৃণমূলের পরামর্শদাতা পিকে মঙ্গলবার নীতীশকে খোঁচা দিয়ে বলেন, রাজনীতিতে যাঁর নিজেরই কোনও জায়গা নেই, তিনি বিরোধীদের একজোট করতে মাঠে নেমেছেন। প্রসঙ্গত, একদা নীতীশ কুমারের ঘনিষ্ঠ পিকে জেডি(ইউ)-তে যোগ দেওয়ার পরে ২০১৮ সালে তাঁকে দলের সহ-সভাপতি করা হয়েছিল। কিন্তু নীতীশের সঙ্গে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাশকতার আগুনে পুড়ল মুদির দোকান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগর এর জেল রোডে মনতলা বাজারে মঙ্গলবার গভীর রাতে নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই হল এক মুদি দোকান। ধর্মনগরে আবারো নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই হল একটি মুদি দোকান। দোকানের মালিকের নাম সঞ্জিব হোড়।

ঘটনাটি মঙ্গলবার রাত সাড়ে এগারোটায় ধর্মনগর জেইল রোডে মনতলা বাজারে। এই ঘটনায় দোকান মালিক জানিয়েছেন, রাতে দোকান মালিকের কাছে ফোনে খবর আসে দোকানে আগুন লেগেছে। তিনি দৌড়ে এসে দেখেন দোকানের একদিকের বাঁশের বেড়ায় আগুন জ্বলছে।

খবর দেওয়া হয় তৎক্ষণাৎ ধর্মনগর দমকল অফিসে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও পুড়ে যায় দোকানটি। তিনি বলেন, গত ১৬ এপ্রিল ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়ি সহ তাদের বাড়িতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। দুষ্কৃতীরা দোকান জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল। তিনি বলেন এবারের নির্বাচনে তার বড় ভাই বিজেপি দলে ও ছোট ভাই কংগ্রেস দলের হয়ে কাজ করেছিলো।এই অপরাধে হয়তো তার দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন, দোকানের মালপত্র সহ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় সাত থেকে আট লক্ষাধিক টাকা । এই আগুনে দোকানের জিনিসপত্র সহ বেশ কিছু নথিপত্র পুড়ে গেছে। তিনি পুলিশের কাছে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করেছেন।পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

রাজ্যজুড়ে নেশা কারবারীদের দৌরাত্ম্য, ড্রাগস সহ আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ধর্মনগর/ চড়িলাম, ২৬ এপ্রিল।। আবারও নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেয়েছে এন সি সি থানার পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শ্যামলী বাজার এলাকা থেকে দুজন নেশা কারবারিকে আটক করেছে আরক্ষা বাহিনী। তাদের কাছ থেকে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট, অন্যান্য নেশা জাতীয় ক্যাপসুল সহ ৯টি মোবাইল উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনৈক পুলিশ আধিকারিক।তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরা জুড়ে নেশা বিরোধী অভিযান জারি রয়েছে।

সেই মোতাবেক মঙ্গলবার রাতে পুলিশ শ্যামলী বাজার, জি বি বাজার ও গোয়ালাবস্তি এলাকায় অভিযানে নেমেছিল। র্পবতী সময়ে এন সি সি থানায় খবর আসে শ্যামলী বাজার এলাকায় নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। ওই খবরের ভিত্তিতে শ্যামলী বাজার এলাকায় উৎ পেতে বসে থাকে পুলিশ। সেই সময় দুই যুবক নেশা সামগ্রী পাচার করার উদ্দেশ্য অটোতে চেপে ঘোরাফেরা করছিল। পুলিশ তাদেরকে আটক করেছে। ওই দুই যুবককের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার, ইয়াবা ট্যাবলেট, অন্যান্য নেশা জাতীয় ক্যাপসুল সহ ৯টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, রাতেই তাদেরকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। ধৃতরা হলেন, সঞ্জয় দেবনাথ ও অজয় কুমার দাস। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ত্রিপুরায় ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। ধর্মনগর থেকে রেলে চেপে যাওয়ার সময় আমবাসা মহকুমায় কুলাইয়ের বাসিন্দা গৌতম চক্রবর্তীকে ১৪ গ্রাম ব্রাউন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর মা হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহার মা প্রিয়বালা সাহা অসুস্থ। তাঁকে জিবি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। চিকিৎসকদের একটি টিম তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন। খবর পেয়ে পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার হাসপাতালে যান।

রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যে আসছেন। জানা গিয়েছে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি আসবেন। এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি।

রাজ্যে আরও তিন জন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী ১৭

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। ধীরলয়ে হলেও ত্রিপুরায় করোনার দৈনিক সংক্রমন থেমে নেই। প্রতিদিন আক্রান্তের খোঁজ মিলছে। অবশ্য করোনার নমুনা পরীক্ষাতে বৃদ্ধি হয়েছে। তাই সংক্রমিতের সন্ধানও মিলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় ৩ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। তেমনি ১ জন ওই রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ৬ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৮৮৮ জন মোট ৮৯৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, দৈনিক সংক্রমণের হার বর্তমানে হয়েছে ০.৩৪ শতাংশ। এদিকে, ১ জন সুস্থও হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনায় আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ১৭ জন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ১০৮০৬২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১০৭০৩৯ জন সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। রাজ্যে বর্তমানে করোনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিবিতে চিকিৎসা না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্য চাইলেন অসুস্থ শিশুর পিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। জি বি হাসপাতাল থেকে বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে দুই বছরের এক শিশুকে। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন শিশুর পরিবারের সদ্যসরা। কিডনি সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে দুই দিন যাবৎ ভর্তি ছিল ওই শিশু। এ অবস্থায় সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে।

শিশুর পিতা হারুন রশিদ জানিয়েছন, দুই বছরের শিশুটি কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ কৈলাসহর হাসাপাতালে দেখানো হয়েছিল। র্পবতী সময়ে কৈলাসহর থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় এসেছিলেন তাঁরা।

তিনি বলেন, তাঁর সন্তানকে আগরতলায় এক চিকিৎসকে দেখানোর পর জিবি হাসপাতালে ভর্তি হাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক তাকে রবিবার হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়েছিল। কিন্তু ৭২ ঘন্টায় জিবি হাসপাতাল থেকে কোনো চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়নি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রহ্মছড়ার জঙ্গলে ফের দেশী বন্দুক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৬ এপ্রিল।। আবারও ত্রিপুরায় জঙ্গল থেকে দেশী বন্দুক উদ্ধার হয়েছে। বুধবার সকালে ব্রহ্মছড়া এলাকায় খোয়াই নদীর তীরবর্তী জঙ্গল থেকে ওই দেশী বন্দুক উদ্ধার করেছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ।

এ বিষয়ে জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ৮টা নাগাদ মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে খবর আসে ব্রহ্মছড়া এলাকায় খোয়াই নদীর তীরবর্তী একটি জঙ্গলে দেশী বন্দুক পড়ে রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়ার থানার পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে গেছে। পুলিশ খোয়াই নদীর তীঁবতী জঙ্গল থেকে বন্দুকটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, চোরা শিকারী শিকার করতে এসে বন্দুকটি জঙ্গলের মধ্যে রেখে গিয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে।

চার মাসের জন্য আগরতলা পুর নিগমে ভোট অন একাউন্ট গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। চার মাসের জন্য আগরতলা পুর নিগমে ১৪২ কোটি ১০ লক্ষ টাকার ভোট অন একাউন্ট গৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করা সম্ভব হয়নি। তাই ত্রিপুরা সরকার ভোট অন একাউন্ট মঞ্জুর করেছে। সেই মোতাবেক পুর নিগমও আগামী চার মাসের জন্য ভোট অন একাউন্ট পেশ করেছিল। আজ তা গৃহীত হয়েছে।

তিনি এদিন বলেন, চার মাসের জন্য ১৪২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাতে ১৮১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা পুর নিগমের আয় হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ফলে ঘাটতি দেখা দেবে ২১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। মেয়র বলেন, বাজেটে খাটতি দেখা দেবে না। কারণ, রাজস্ব আদায় ও করের শেয়ার বাবদ ওই ঘাটতি পূরন হয়ে যাবে। তাঁর দাবি, ভোট অন একাউন্ট-এ বরাদ্দ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশ কর্মীর মারধরে গুরুতর আহত দম্পতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া পুলিশ কর্মীর হাতে আক্রান্ত এক ব্যক্তি। তার নাম সুবিকানন্দ ত্রিপুরা। তাকে আশঙ্কা জনক অবস্থায় বিলোনিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিলোনিয়ার চিত্তামারা পুরান বাজার এলাকায় পারিবারিক বিবাদের জেরে প্রাণঘাতি হামলায় গুরুতর জখম সুবিকানন্দ ত্রিপুরা নামে এক যুবক।

আক্রমণকারী ধনীরাম ত্রিপুরা পেশায় পুলিশ কর্মী। আক্রমণের হাত থেকে স্বামীকে বাঁচাতে গেলে স্ত্রী প্রমিলা ত্রিপুরাকেও ব্যাপক মারধর করে বলে অভিযোগ। গুরুতর আহত অবস্থায় সুবিকানন্দ ত্রিপুরা বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশ্ন আইনের রক্ষক হয়ে কিভাবে আইনকে নিজের হাতে তুলে নিতে পারে পুলিশ কর্মী ধ্বনিরাম ত্রিপুরা। এ বিষয়ে বিলোনিয়া থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। যদিও সম্পর্কে সুবিকানন্দ ত্রিপুরা এবং ধনীরাম ত্রিপুরা জেঠতুতু এবং খুড়তুতো ভাই। রক্তাক্ত অবস্থায় সুবিকানন্দ ত্রিপুরা এবং তার স্ত্রী প্রমিলা ত্রিপুরা অভিযুক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাজ ও খাদ্যের অভাব লংতরাইয়ে অভিযোগ সিপিএম রাজ্য সম্পাদকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালী মহকুমার প্রত্যন্ত জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে কাজ খাদ্য পানীয় জল ও চিকিৎসা পরিষেবার মারাত্মক অভাব দেখা দিয়েছে। কাজ, খাদ্য, পানীয় জল ও চিকিৎসা পরিষেবার অভাবে ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালী মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জনজাতি অংশের মানুষজন অসহায় হয়ে পড়েছেন।

সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী ওইসব এলাকা সফর করে এসে এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও এডিসি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বুধবার আগরতলায় ফিরে এসে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন লংতরাই ভ্যালী মহকুমার পত্যন্ত অঞ্চল গুলিতে কাজ খাদ্য পানীয় জল ও চিকিৎসার সংকট চরম থেকে চরমতর আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। জল বাহিত নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন ওইসব এলাকার মানুষজন। আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া মারাত্মক আকার ধারণ করার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ওইসব এলাকায় স্বাস্থ্য পরিসেবা সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়েছে। যেসব এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ ছিল সেখানেও পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মী এবং ঔষধ পত্র নেই। বর্তমান সরকারের আমলে ওইসব এলাকায় ট্যাঙ্কারে করে পানীয় জল সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজ ও খাদ্যের অভাবে মানুষ অনাহারে অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

ত্রিপুরার পাহাড়ে উৎপাদিত বিভিন্ন ভেষজ গাছ কাজে লাগিয়ে আয়ুর্বেদিক ঔষুধ প্রস্তুত কেন্দ্র তৈরির সম্ভাবনা রয়েছেঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। ত্রিপুরার পাহাড়ে বিভিন্ন ঔষধি গাছকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যে একটি আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরির কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা রয়েছে। আজ নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে অ্যাডভান্টেজ হেলথ কেয়ার ইন্ডিয়া ২০২৩ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়ে একথা জোর গলায় দাবি করেন ত্রিপুরার মুখম্যন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল নীতি নিয়ে কাজ করছে।

এদিন তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের এক পৃথিবী এক স্বাস্থ্যের দৃষ্টিভঙ্গি যা সমস্ত প্রাণীর জন্য সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবা জড়িত, রোগ প্রতিরোধ, খরচ কমাতে, খাদ্য নিরাপত্তা উন্নত করতে এবং জীবন বাঁচাতে সাহায্য করবে। শ্রী সাহা আরও বলেন, ত্রিপুরা সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় এক পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল নীতি নিয়ে কাজ করছে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকে বহু রোগী চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরায় আসেন। যদি রাজ্যে বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে উঠে তাতে বাংলাদেশের মানুষও উপকৃত হবেন। তাঁরা কম খরচে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানে অ্যাডভান্টেজ হেলথ কেয়ার ইন্ডিয়া ২০২৩ শীর্ষক আলোচনায় অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার (ডাঃ) মানিক সাহা।

তাঁর দাবি, আয়ুষের সাথে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির সমন্বয় সাধনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই পরিষেবার বেশ চাহিদা আছে বাংলাদেশের নাগরিকদের কাছে। তাই ত্রিপুরায় একটি বর্ডার মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলারও সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিন তিনি বলেন,দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরায় একটি আন্তর্জাতিক মানের আয়ুর্বেদ ও যোগা বিদ্যালয় গড়ে তোলা হোক। সাব্রুমে মৈত্রী সেতু দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে ত্রিপুরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গেটওয়েতে পরিণত হবে। তাতে ত্রিপুরায় বাণিজ্যিক সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা ১৯৪◻২৭ এপ্রিল ২০২৩ইং ◻ ১৩ বৈশাখ ◻ বৃহস্পতিবার ◻ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মুদ্রাস্ফীতি দুশ্চিন্তার কারণ

বর্তমান সময়ে দেশজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি সকলের কাছেই এক চিন্তার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহার জন্য বৃদ্ধি পাচ্ছে পাইয়াছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামও। তবে, এবার এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসিয়াছে। যেটি থেকে জানা গিয়াছে, ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হার এবার কমিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আইএমএফ-এর প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, চলতি অর্থবর্ষে ভারতের মুদ্রাস্ফীতির হার ৬.৮ শতাংশ থেকে নামিয়া আসিতে পারে ৫ শতাংশে। পাশাপাশি, ২০২৪ সালে এটি ৪ শতাংশে নামিয়া আসিতে পারে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। মূলত, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের তরফে একটি রিপোর্টে এই তথ্য জানানো হইয়াছে। বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড্যানিয়েল লেহ বলিয়াছেন যে, অন্যান্য দেশের মতো ভারতে মুদ্রাস্ফীতির হার ২০২২ সালে ৬.৮ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে ৫ শতাংশে নামিয়া আসিবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। ২০২৪ সালে, এটি আরও কমিয়া ৪ শতাংশে নামিয়া আসিতে পারে। তিনি বলিয়াছেন যে, এটি আংশিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পদক্ষেপকে প্রতিফলিত করে।এই প্রসঙ্গে তথ্যের মাধ্যমে আই এম এফ জানাইয়াছে, "বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি" নিয়া একটি রিপোর্ট জারি করা হইয়াছে। যেখানে বলা হইয়াছে, প্রায় ৮৪ শতাংশ দেশে উপভোক্তা মূল্য সূচক-ভিত্তিক মুদ্রাস্ফীতি ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে কমিবে। বলা হইয়াছে, বিশ্বজুড়িয়া মুদ্রাস্ফীতি ২০২২ সালের ৮.৮ শতাংশ থেকে ২০২৩ সালে ৬.৬ শতাংশে এবং ২০২৪ সালে ৪.৩ শতাংশে নামিয়া আসিবে। এমতাবস্থায়, করোনার আগে অর্থাৎ ২০১৭-১৯ সালে এটি প্রায় ৩.৫ শতাংশে ছিল। মুদ্রাস্ফীতির কম হওয়ার যে অনুমান করা হইতেছে সেটি আংশিকভাবে আন্তর্জাতিক জ্বালানির দাম হ্রাস এবং বিশ্বজুড়িয়া দুর্বল চাহিদার কারণে জ্বালানি বহির্ভূত দামের উপর ভিত্তি করে বলা হইতেছে। আই এম এফ জানাইয়াছে যে, মূল মুদ্রাস্ফীতি ২০২২ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের ৬.৯ শতাংশ থেকে বার্ষিক ভিত্তিতে ২০২৩ সালের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের মধ্যে ৪.৫ শতাংশে নামিয়া আসিবে। এপ্রসঙ্গে একটি ব্লগ পোস্টে, গবেষণা বিভাগের নির্দেশক এবং আইএমএফ-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ পিয়ের-অলিভিয়ের গোরিঞ্চেস বলিয়াছেন যে, বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি এই বছর হ্রাস পাইবে বলিয়া আশা করা হইতেছে। তবে ২০২৪ সালের মধ্যে ৮০ শতাংশেরও বেশি দেশে প্রাক-মহামারী মাত্রার স্তর ছাড়াইয়া যাইবে। সামান্য কমিলেও ২০২৩ সালেও স্থিতিশীলই থাকিবে ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির হার। এমনই পূর্বাভাস দিল আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার বা আইএমএফ। সংস্থার পূর্বাভাসে বলা হইয়াছে, ২০২৩ সালের ভারতের বৃদ্ধির হার ৬.১ শতাংশ হইতে পারে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে শেষ হতে চলা অর্থবর্ষে ভারতের বৃদ্ধির হার ৬.৮ শতাংশ থাকিবে বলিয়া গত অক্টোবর মাসেই জানাইয়াছিল আইএমএফ।গোটা বিশ্বের অর্থনীতির অবস্থা নিয়া মঙ্গলবারই নিজেদের জানুয়ারি মাসের আপডেট প্রকাশ করিয়াছে আইএমএফ। তাহাতে দেখা যাইতেছে, ২০২৩ সালে বিশ্ব জুড়িয়াই আর্থিক বৃদ্ধির হার ৩.৪ শতাংশ থেকে কমিয়া ২.৯ শতাংশ হইতে পারে। আবার ২০২৪ সালে তাহা বাড়িয়া ৩.১ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

দান্তেওয়াড়ায় নকশাল হামলায় জওয়ানদের মৃত্যুতে রাজস্থানের রাজ্যপালের শোক প্রকাশ

জয়পুর, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : রাজস্থানের রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়া জেলায় মাওবাদী হামলায় ১১ জন জওয়ানের শহিদ হওয়ার জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি ঈশ্বরের কাছে শদিদদের আত্মার শান্তি এবং পরিবারের সদস্যদের এই শোক সইবার শক্তি প্রার্থনা করেছেন।

প্রসঙ্গত, এদিন আরানপুর থানা এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতির খবরে, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য দান্তেওয়াড়া থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। অভিযানের পরে ফিরে আসার সময়, মাওবাদীরা আরানপুর রোডে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলস্বরূপ ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন গাড়ি চালক যারা অভিযানে জড়িত ছিলেন তারা শহিদ হন। আচমকা এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য জওয়ানরা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। খবর পেয়ে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

কালিয়াগঞ্জের ঘটনার পেছনে দিল্লির চক্রান্ত, অভিযোগ মমতার

কলকাতা ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : "কালিয়াগঞ্জে পরিকল্পিতভাবে চক্রান্ত করেছে বিজেপি। যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা দুঃখজনক। কিন্তু তারপর যা যা হয়েছে, সবটা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। বাইরে থেকে লোক এনে জল্লাদগিরি করেছে বিজেপি।" বুধবার এই ভাষাতেই কালিয়াগঞ্জে নাবালিকার মৃত্যু পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এর নেপথ্যে দিল্লির হাত থাকতে পারে বলেও ধারনা মমতার।

শুক্রবার কালিয়াগঞ্জে ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ ঘিরে উত্তাল হয় গোটা রাজ্য। প্রতিবাদে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। সিবিআই তদন্তের দাবি ওঠে। এদিকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে একটি ভিডিও। সেখানে দেখা যায়, কয়েকজন পুলিশকর্মী নাবালিকার দেহ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার জেরে সাসপেন্ড করা হয় চার এএসআই পদমর্যাদার পুলিশ আধিকারিককে।

এসবের মধ্যে আবার মঙ্গলবার আদিবাসীদের বিক্ষোভে কালিয়াগঞ্জজুড়ে তাণ্ডব চালায় বিক্ষোভকারীরা। থানায় আগুন লাগানো হয়, বেশ কিছু গাড়িতে আগুন লাগানো হয়, একাধিক দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়। বুধবার সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যাতে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু পুলিশকর্মীকে মারধর করেছে বিক্ষোভকারীরা।

বিনা চিকিৎসায় শিশুকে ফিরিয়ে দিলো জি বি হাসপাতাল

আগরতলা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : জি বি হাসপাতাল থেকে বিনা চিকিৎসায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে দুই বছরের এক শিশুকে। এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন শিশুর পরিবারের সদ্যসরা। কিডনি সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে দুই দিন যাবৎ ভর্তি ছিল ওই শিশু। এ অবস্থায় সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। শিশুর পিতা হারুন রশিদ জানিয়েছন, দুই বছরের শিশুটি কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত রয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ কৈলাসহর হাসাপাতালে দেখানো হয়েছিল। পরর্বতী সময়ে কৈলাসহর থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় এসেছিলেন তাঁরা। তিনি বলেন, তাঁর সন্তানকে আগরতলায় এক চিকিৎসকে দেখানোর পর জিবি হাসপাতালে ভর্তি হাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক তাকে রবিবার হাসপাতালে ভর্তিও করা হয়েছিল। কিন্তু ৭২ ঘন্টায় জিবি হাসপাতাল থেকে কোনো চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়নি। তিনি আরও অভিযোগ করেন, আজ সকালে হঠাৎ হাসপাতাল থেকে তাঁর সন্তানকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা দিশেহারা হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

ছয় বছরের ছেলের বয়ানে যাবজ্জীবন সাজা মালদার যুবকের

মালদা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : ২০১৬ সালের ১০ আগস্ট স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ ওঠে মালদার মানিকচকের যুবক দিলীপ রায়ের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় স্ত্রীকে খুনে স্বামীকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানের সক্ষমতার সাহচর্যে আপনার পেশাগত জীবনের উন্নতির পথকে অর্গলমুক্ত করুন

নিধি শর্মা

বিজ্ঞান ঃ শিক্ষাদীক্ষার নিরিখে এটি বিদ্যার্জনের এমনই একটি ক্ষেত্র যেটিকে বহু শতাব্দী ধরে বিস্তৃত মানব সমাজ ও তার সভ্যতার প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ জ্ঞানোদ্দীপক ও সামাজিকভাবে বিশেষ প্রভাবশালী ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করা হয়েছে। এর বিস্তৃত ও প্রসারিত শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন ধরনের তথা বৈচিত্রযমূলক বিষয় ও শৃঙ্খলার পরিসরকে উন্মুক্ত করে দেয় এবং তার সাথে এই বিশ্বজগতের সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক উপলবি প্রদান ও তার পাশাপাশি মানুষের জগতে নতুন নতুন আবিষ্কারের অসীম সম্ভাবনার দিগন্তকেও উন্মোচিত করে দেয়। যদিও এর গভীর প্রভাব থাকা সত্ত্বেও, কোনও কোনও ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞানকে উচ্চশিক্ষার জন্য বেছে নেওয়ার ব্যাপারে দিধাগ্রস্ত থাকেন এবং তাদের মনে বিষয়ের ব্যাপারে ভয়ের সঞ্চারও হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কিছু নির্দিষ্ট কেরিয়ারের ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান শাখার উন্নতি সীমিত থাকে।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, বিজ্ঞান শাখায় পেশাগত উন্নতির সম্ভাবনা বিস্ময়কর বিচিত্রতায় ভরা এবং এই শাখার বিস্তৃত শিক্ষার ক্ষেত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসীম সম্পদের পাশাপাশি আমাদের বিশ্বের সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা পেতেও সাহায্য করে। এছাড়াও, এই শাখায় অধীত গুণেই শিক্ষার্থীরা অনেক মূল্যবান দক্ষতা তাদের জীবনে আয়ত্ত করতে পারেন, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা-ভাবনা ও ডেটা বিশ্লেষণ ও গবেষণা। ইতিহাসের অসংখ্য রহস্যের উন্মোচন করা থেকে শুরু করে সমাজের বিবর্তন ও মানব প্রকৃতির মূল সূত্র খুঁজে দেখা পর্যন্ত প্রতিটি উল্লেখযোগ্য স্তরে, বিজ্ঞানের নব নব. প্রয়োগ ইর্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তি ও মেডিসিনের মতো গতানুগতিক ক্ষেত্রের থেকেও অনেক গভীর পর্যন্ত প্রসারিত হতে পেরেছে। আসুন একটু খুঁজে দেখা যাক, কীভাবে কোনও ব্যক্তির পেশাগত জীবনের সামগ্রিক উন্নতির সম্ভাবনাকে বিজ্ঞান সম্পর্কিত পড়াশোনা অর্গলমুক্ত করতে সক্ষম হয় এবং তার সাথে ব্যক্তিগত তথা পেশাগত শ্রীবৃদ্ধির সহায়ক সুযোগ-সুবিধার অসীম ভাণ্ডারকে শিক্ষার্থীর জন্য উপলভ্য করে তোলে।

সমাজ গঠনের কাজেঃ সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানচর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং সামনে এমন অনেক পেশাকে বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে, যা ভবিষ্যতের প্রজন্মের বেড়ে ওঠার উপরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। আমাদের সমাজে শিক্ষকতা তথা শিক্ষণের জগৎই হল একমাত্র ক্ষেত্র, যা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের জন্য অমূল্য বলে গণ্য হতে পারে, কারণ বিজ্ঞানের শিক্ষক গণিতের শিক্ষক 'স্টেম' তথ্য বৈজ্ঞানিক প্রাযুক্তিক, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল শিক্ষার সহায়ক কো-অর্ডিনেটর শিক্ষকগণ এবং আরও অনেকে এই শিক্ষকতার পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, যাঁরা জ্ঞান চর্চা ও দক্ষতা বৃদ্ধির অপরিমেয় দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রেখে যেতে সক্ষম হন। তাছাড়াও বিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষাপট নীতি প্রণয়ন ও সরকারি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হওয়ার সুবিধাও প্রদান করে, যেখানে বিজ্ঞানের পরিশীলিত শিক্ষায় প্রশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর বিশেষ জ্ঞানের ভিত্তিকে ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে আরও কাজের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা ও স্বচ্ছতার উপস্থিতিকে সুনিশ্চিত করে। সর্বচনীন আলাপ - আলোচনা, বিতর্ক ও অবহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মতো মহত্বপূর্ণ কাজকর্মে বৈজ্ঞানিক নীতি উপদেষ্টা, প্রযুক্তি সংক্রান্ত ঝুঁকির মূল্যায়নকারী এবং অন্যান্য পেশাদার ব্যক্তিবিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকেন, যা সামাজিক উন্নয়নের পথকে সুচারুভাবে গঠন করার ক্ষমতা রাখে এবং ভবিষ্যতের সমাজের রূপরেখা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী অবদান রাখতে সমর্থ হয়। শিক্ষাদীক্ষা তথা শিক্ষণ, নীতি নির্ধারণ ও সরকারের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসংক্রান্ত ক্ষেত্রগুলির পারস্পরিক সংযুক্তি সামগ্রিকভাবে সমাজের একটি উজ্জ্বল ভবিষৎকে নিশ্চিত করার পক্ষে অত্যাবশ্যক হিসাবে প্রতিভাত হয়।

ব্যবসায়িক উদ্যোগকে সমর্থন ঃ বিজ্ঞানচর্চার ধারাবাহিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত ব্যক্তিদের পক্ষে, প্রথাগত এবং অপ্রথাগত উভয় ক্ষেত্রেই অসংখ্য ও বিভিন্ন পেশার একটি বিস্তৃত রেঞ্জের সুবিদা পাওয়া সম্ভবপর হয়। বিজ্ঞানের শাখায় প্রশিক্ষিত ব্যক্তির জন্য পেশাগত জীবনের অসংখ্য সুযোগের দরজা খুলে যায়, বিশেষ করে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক পরামর্শ দান, প্রযুক্তিগত কৌশল, ব্যবসায়িক বুদ্ধিমত্তা বিশ্লেষণ এবং আরও অনেক বিষয়ে। এইসব পেশা শুধুমাত্র পর্যাপ্ত আির্থক পুরস্কারের নিশ্চয়তা প্রদান করে না, তার সাথে বাস্তব পৃথিবীর জাজ্জ্বল্যমান সমস্যাগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ও দক্ষতা প্রয়োগের সুযোগও করে দেয়। ব্যক্তিগত স্তরে এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে সুচারুরূপে ব্যবহার করেই, ব্যক্তিগত তরে ব্যবসায়িক উদ্যোগকে সহায়ক প্রদান করা, ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপকে আরও উন্নত করা এবং সংস্থার বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার মতো বিষয়কে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়।

স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা উপলভ্য- বিজ্ঞান শিক্ষার পটভূমিস্বাস্থ্য পরিষেবার স্তরেও বিভিন্ন পেশাকে গ্রহণ করার সুযোগ প্রদান করতে সহায়ক হয়। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য পরিষেবার কথা বলা হলে, প্রথমেই আমরা চিকিৎসক ও মেডিকেল ক্ষেত্রের অন্যান্য পেশাদারদের কথাই ভাবি, তবে আরও অনেক পেশা রয়েছে, যা অতি পর্যাপ্ত গুণমানসম্পন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করার জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফার্মাসিস্টার জীবন রক্ষার জন্য অপরিহার্য ওযুধের বিকাশ এবং বিতরণে একটি অতি আবশ্যক ভূমিকা পালন করেন এবং বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারগণ রোগীর রোগ নির্ণয়ের ফলাফলকে আরও উন্নত করার পক্ষে সহায়ক বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক চিকিৎসা সংক্রান্ত ডিভাইস তৈরিও বিকাশ করেন। তাছাড়াও, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য বিশেষজ্ঞ এবং জৈব পরিসংখ্যানবিদ গুণীজন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে আরও ভালোভাবে বুঝতে এবং সমাধান করতে ডেটা বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী এবং নীতি নির্ধারকদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করেন। এই সব ভূমিকা, বিশেষ করে সংকটজনক মুহূর্তে, অবহিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ তথা করোনা ভাইরাসের মহামারী রসময় এটি বিশেষ প্রতীয়মান হয়েছিল, যেখানে সঠিক তথ্য প্রদান এবং কার্যকরী ভরে যোগাযোগ করার বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

> বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদীক্ষার ভিত্তি পেশাগত চাকুরির বিভিন্ন দিককে আমাদের সামনে তুলে ধরে,যার মধ্যে কম্পিউটার সংক্রান্ত বিজ্ঞানচর্চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভৌতবিজ্ঞান এবং গণিতের মতো প্রথাগত ভূমিকা ছাড়া ও একই সাথে শিক্ষা ও শিক্ষণ, ব্যবসা, আইন, মিডিয়া, নীতি নির্ধারণ ও সরকারও প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ের মতো অনেকগুলি অপ্রচলিত ভূমিকাকে আলোকিত করে আমাদের মাননে তুলে ধরে।

গণতান্ত্রিক প্রণালী সুনিশ্চিত করাঃ -উপরোক্ত বিষয়গত প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করে,তা নিশ্চিত করতে ও বিজ্ঞান চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই ধরনের একটি ক্ষেত্র হল আইন ব্যবস্থা, যাতে এটি পরিংকারভাবে ধরা পড়ে যে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাদের বিশেষ দক্ষতাকে বিভিন্ন বিধি ও প্রবিধানকে সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন এবং এই সমস্ত বিধি ও নিয়মের মাধ্যমেই সমাজের পরিচালনা ও ব্যক্তিমানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হয়। উদাহরণস্বরূপ, আমরা মেধা সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন ও প্রযুক্তি বিষয়ক আইনের কথা বলতে পারি, যেখানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আইনের পারস্পরিক সম্পর্ককে অনুধাবন করার প্রয়োজন হয়। এই সব বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইনজীবীগণ তাদের মকেলদের উদ্ভাবন, পেটেন্ট সুরক্ষা এবং নতুন প্রযুক্তির সমস্যাগুলির ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকলে তাদের পক্ষে মক্কেলদের অন্তর্দষ্টিমূলক ও অবহিত প্রেক্ষাপটে মক্কেলদের বিভিন্ন বিষয় খুঁজে দেখতে এবং তাদের মামলাগত স্বার্থ করা সম্ভব হয়। এই সুত্রে একথা বলা যায় যে, বিজ্ঞান এবং আইনের তত্ব ও ব্যবহারিকতার পারস্পরিক সংযুক্তিগণতানরিক ব্যবস্থার বিভিন্ন লক্ষ্যকে নিয়ে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাকে আরও জোরলো করে, এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল ব্যক্তির

অধিকার এবং স্বাধীনতার সুরক্ষা উদ্ভাবনীমূলক ক্রিয়াকলাপকে প্রচারক এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমাজের বিনির্মাণে সহায়তা করা। বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাদীক্ষার ভিত্তি পেশাগত চাকুরির বিভিন্ন দিককে আমাদের সামনে তলে ধরে, যার মধ্যে কম্পিউটার সংক্রান্ত বিজ্ঞানচর্চা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ভৌতবিজ্ঞান এবং গণিতের মতো প্রথাগত ভূমিকা ছাড়াও একই সাথে শিক্ষা ও শিক্ষণ, ব্যবসা, আইন, মিডিয়া, নীতি নির্ধারণ ও সরকার ও প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়ের মতো অনেকগুলি অপ্রচলিত ভূমিকাকে আলোকিত করে আমাদের সামনে তুলে ধরে। এই বৈচিত্র্যময় বিভিন্নতার ফলে ব্যক্তি তার আগ্রহ, দক্ষতা ও আবেগ বা অনুরাগের সাথে পছন্দমতো পেশাকে এক সরিতে নিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং তার সাথে আজকের পৃথিবীর গতিশীলতার প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত পেশা বেছে নিয়ে জবনে উন্নতি করার বহুমুখী দৃষ্টিকোণ ও প্রাসঙ্গিকতাকেও প্রদশন করা সম্ভবপর হয়। (সৌজন্যে- দৈ :স্টেটসম্যান)

মার্কিন শিল্পবিপ্লবে বাংলার অবদান (১৭৮৪-১৮৩০)

সিরাজুল ইসলাম

গত সংখ্যার পর।। বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যে ইয়াংকি বণিকদের যোগদান মার্কিন স্বাধীনতা ঘোষণার দলিলে ও মার্কিন শাসনতন্ত্রে স্বাক্ষরকারী ও ধনী ব্যবসায়ী রবার্ট মরিস (১৭৩৪-১৮০৬) সর্বপ্রথম বঙ্গোপসাগরে 'Empress of China নামের একটি জাহাজ ১৭৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেরণ করেন। এর চার মাস পরই টমাস বেল-এর নেতৃত্বে The United States of America নামে একটি পণ্যবাহী জাহাজ বঙ্গোপসাগরে এসে উপস্থিত হয়। ১৭৮৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর মাদ্রাজ বন্দরে এসে জাহাজটি নোঙর ফেলে। এ ঘটনার ভবিষ্যতবাণিজ্যিক তাতর্য নিয়ে মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড মেকার্টনি (১৭৮১-৮৫) গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে উদ্দেশ করে এক দীর্ঘ প্রতিবেদন পাঠান। এর মর্ম ছিল এমন যে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্যে মার্কিনদের যোগদান ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে।৬ মেকার্টনির ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়েছিল, তবে উল্টোভাবে। সে বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি ঘটেছিল ব্রিটিশ ভারতে নয়, আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ডে, যেখানে ভারত বাণিজ্যের অভিঘাতে ১৮১৩-১৮২০ সময়কালে একটি শিল্পবিপ্লব ঘটে যায়। যা হোক, রোড-আইল্যান্ড থেকে 'ছাত্মন্থ' নামে আরেকটি মার্কিন জাহাজ হুগলি বন্দরে এসে নোঙর ফেলে ১৭৮৫ সালের জুন মাসে। প্রভিডেন্স থেকে উইলিয়াম ব্রাউন 'General Washington' নামের একটি জাহাজ মাদ্রাজে প্রেরণ করেন ১৭৮৭ সালে। উল্লেখিত সব কটি অভিযাত্রা ছিল পরীক্ষামূলক। সেলেমের ইলিয়াস হাস্কেট ডার্বিই সর্বপ্রথম বণিক, যিনি নিয়মিতভাবে কলকাতায় একাধিক বাণিজ্যিক জাহাজ পাঠানো শুরু করেন। তাঁর প্রতিটি অভিযাত্রাই ছিল সফল এবং অসাধারণ মুনাফা অর্জনকারী। ১৭৯০ থেকে কলকাতার সঙ্গে নিউ ইংল্যান্ডের ব্যবসা নিয়মিতভাবে শুরু হয়, বিশেষ করে ডার্বির বন্দর সেলেম থেকে। তখন থেকে প্রতিবছর নিউ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন বন্দর থেকে কলকাতাগামী জাহাজের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। প্রতিটি জাহাজই নিরাপদে এবং প্রচুর মুনাফা অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করে। ১৭৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সন্ধি জে ট্রিটি সম্পাদিত হয়। ওই চুক্তির অধীনে মার্কিনরা কলকাতায় অন্যান্য স্বাধীন ব্রিটিশ ব্যবসায়ীর মতো বিশেষ সুবিধায় বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। এর পর থেকে ইয়াংকিদের কলকাতা বাণিজ্য পৌনঃপুনিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৭৯৫ সাল থেকে তা ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করে।

কলকাতায় ইয়াংকি বাণিজ্যের বৈশিষ্ট্য

কলকাতা তথা বঙ্গোপসাগরীয় অঞ্চলে ইয়াংকিদের বাণিজ্য ব্যাপকভাবে চলে ১৮২০ সাল পর্যন্ত, যখন মার্কিন শিল্পবিপ্লবের সূচনাপর্ব শেষ হয়। এ সময়কালে বঙ্গোপসাগরে ইয়াংকিদের ব্যবসার পরিমাণ নির্ণয় করা দুরূহ বা অসম্ভব। কারণ প্রথমত, ইয়াংকিরা কলকাতায় বাণিজ্য করেছে কোম্পানিরূপে নয়, একেবারেই ব্যক্তিগতভাবে। ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবারই পুঁজি ছিল সীমিত এবং প্রায় সবাই পুঁজি ধার করতেন কলকাতায় তাঁদের নিজস্ব বানিয়াদের কাছ থেকে। অনেকেই আমদানি- রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করতেন বাকিতে, আবার অনেকে সুদে ধার করা পুঁজিতে। কলকাতার বাঙালি বানিয়ারা ছিলেন তাঁদের প্রধান পুঁজি সরবরাহকারী। পুঁজি গড়ে তোলার জন্য কোনো কোনো ইয়াংকি প্রথমে কলকাতায় কেনাকাটা করতেন এবং প্রাচ্যের অন্য কোনো বন্দরে নিয়ে তা বিক্রি করতেন এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা দিয়ে ফের পণ্য কিনতেন অন্য কোথাও রপ্তানির জন্য। সমকালীন বাণিজ্য সমাজে এ ব্যবস্থাকে বলা হতো কান্টি ট্রেড বা কোস্টাল ট্রেড। এসব উপকূলীয় বাণিজ্যের পাশাপাশি তাঁরা অনুসরণ করতেন আরেকটি লাভজনক বাণিজ্য। সেটি ছিল ভাড়া বা পরিবহণ বাণিজ্য ক্যারিং ট্রেড। এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে অন্য বণিকদের পণ্য পরিবহন ছিল একটি বিনিয়োগবিহীন বাড়তি ব্যবসা। মার্কিন বণিকদের ভারত মহাসাগরীয় বাণিজ্যের গোটা আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসত ভাড়া- বাণিজ্য থেকে।৭ স্থানীয় বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করাও ছিল ইয়াংকিদের আরেকটি লাভজনক ব্যবসা। ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা দুর্নীতির মাধ্যমে যে আয় করতেন, তা তাঁরা দেশে পাঠাতেন সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে। কলকাতা, মাদ্রাজ থেকে পণ্য কিনে তাঁরা তা ইয়াংকিদের মাধ্যমে স্বদেশে পাঠিয়ে দিতেন। রেমিট্যান্স ট্রেড নামে পরিচিত এ ব্যবসায় ইয়াংকিরা ব্রিটিশ আমলাদের বে-আইনিভাবে অর্জিত টাকা পণ্যাকারে ইউরোপে রপ্তানি করতেন। কলকাতা থেকে মালাক্কা পর্যন্ত সমগ্র এলাকার ভাড়া-বাণিজ্যের এক বড় অংশ ছিল ইয়াংকিদের নিয়ন্ত্রণে। এমনিভাবে প্রাচ্য-বাণিজ্যের সব সুযোগ ব্যবহার করে ইয়াংকিরা কলকাতায় ফিরে আসতেন শেষ লেনদেন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য। দেশে ফেরার পর বাড়তি পণ্য পুনরায় রপ্তানি করা হতো ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ব্রাজিল ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশে। পুনরায় রপ্তানির বিপরীতে রৌপ্যমুদ্রা অর্জন করে এঁরা আবার পাড়ি জমাতেন কলকাতায় রৌপ্যের বিনিময়ে প্রাচ্যপণ্য ক্রয় করার জন্য। গোপনীয়তাসহ নানা কারণে এই ত্রিমুখী বাণিজ্যের কোনো সঠিক তথ্য নেই। অতএব, প্রাচ্য- বাণিজ্য থেকে কোন ইয়াংকি বণিক বার্ষিক কত আয় করলেন, তা বাইরের কারোর পক্ষে জানার কোনো উপায় ছিল না। তবে স্থানীয় পত্রপত্রিকায় খবর উঠত, প্রাচ্য- বাণিজ্য করে কে কত বিত্তের অধিকারী হলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং পারস্পরিকভাবে সংঘবদ্ধ ব্যাপারিরা নিউ ইংল্যান্ডে পরিচিত ছিলেন বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামে। এই বোস্টন অ্যাসোসিয়েটসরাই হলেন মার্কিন শিল্পবিপ্লবের প্রথম উদ্যোক্তা। মার্কিন শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে ওই দেশের পাঠ্যপুস্তকে, এমনকি গবেষণাগ্রন্থেও বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস সাধারণভাবে আমেরিকার প্রথম ধনীগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। কিন্তু মজার ব্যাপার, ওই ধনীগোষ্ঠী যে কলকাতা বাণিজ্য থেকে পুঁজির অধিকারী হলেন, সে বিষয়ে কোনো গবেষণায় উল্লেখ নেই। কোনো পাঠ্যপুস্তকে উল্লেখ নেই যে মার্কিন শিল্পবিপ্লবের নায়কেরা প্রথম পুঁজির অধিকারী হলেন কলকাতা বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং পরে বিশ্বপরিস্থিতি পরিবর্তনের ধাক্কায় তাঁরা সে পুঁজিকে ব্যবহার করলেন আমেরিকার শিল্পায়নের জন্য। এ তথ্যের সার্বিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ বর্তমান প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য।

উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে ইন্ডিয়া হোয়ারফ (India Wharf) নামে বোস্টন বন্দরের সর্ববৃহতজেটি বা জাহাজঘাটের মালিক ফ্রান্সিস কেবট লয়েলের নেতৃত্বে বাংলায় বাণিজ্য করে ধনবান হয়েছেন এমন একটি গোষ্ঠী সমকালীন ইউরোপে যুদ্ধময় পরিবেশের প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে ঝুঁকিপূর্ণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে বেরিয়ে এসে তাঁরা তাঁদের পুঁজি স্বদেশের শিল্পায়নে বিনিয়োগ করবেন। তাঁরা সমাজে ছিলেন অসাধারণ প্রভাবশালী। উল্লেখ্য যে, নিউ ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্বদানকারী এ গোষ্ঠীর সব সদস্যই যে কলকাতা বাণিজ্য থেকে প্রথম পুঁজি নির্মাণ করেছেন, এ পটভূমির কথা কোনো মার্কিন ইতিহাসে এখনো স্থান পায়নি। কলকাতায় ইয়াংকিদের ব্যবসার অধিকাংশ পুঁজির উত ছিল তাঁদের বাঙালি বানিয়া। বানিয়াদের কাছ থেকে সুদে বা অন্য শর্তে টাকা ধার করে মার্কিন বণিকেরা কলকাতায় পণ্য ক্রয় করে তা মার্কিন অভ্যন্তরীণ বাজারসহ বিশ্ববাজারে রপ্তানি করতেন। মার্কিনদের পুঁজির আরেকটি উত ছিল কলকাতার স্থানীয় বাজারে পণ্য কেনাবেচা করা। এ খাতে মুনাফার হার ছিল বিপুল। ইয়াংকিদের পুঁজি সংগ্রহের আরেকটি উত ছিল ভারত ও ইউরোপের মধ্যে ভাড়া-বাণিজ্য (ক্যারিং ট্রেড)।৮ ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও অন্যান্য ইউরোপীয় বেনেবাদী কোম্পানিসমূহ ও প্রাইভেট বণিকেরা তাঁদের আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহণের জন্য জাহাজ ভাড়া করতেন। এ ভাড়া-বাণিজ্যে মার্কিনরা ছিলেন একটি বড় উত। ভারত মহাসাগরের ভাড়া-বাণিজ্যে সাশ্রয়, দক্ষতা ও গতির জন্য ইয়াংকিরা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভারত মহাসাগরে ইয়াংকিদের আরেকটি আয়ের উত ছিল উপকূলীয় বাণিজ্য (কোস্টাল ট্রেড) অর্থাতএক বন্দর থেকে পণ্য কিনে আরেক বন্দরে নিয়ে বাজারজাত করা বা অন্য বণিকদের ভাড়া বাওয়া। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের শ্বেতাঙ্গ কর্মকর্তাদের দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ স্বদেশে পাচার করার একটি বড় মাধ্যম ছিল ইয়াংকি বণিকদের টাকা ধার দেওয়া। ইয়াংকিরা পণ্যের মাধ্যমে ওই অর্থ ব্রিটেনে পৌঁছে দিতেন। স্থানীয় বানিয়াদের কাছ থেকে ধারে পুঁজি সংগ্রহ করে পণ্য রপ্তানি করা হতো। উনিশ শতকের প্রথম সিকিতে নিউ ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ছিল ওই সব খাতে সংগ্রহ করা পুঁজিরই সরাসরি ফল। কিন্তু মার্কিন অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকেরা মার্কিন বহির্বাণিজ্যের এই দিকটি সম্পর্কে একেবারেই নীরব। ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত নেই যে মার্কিন শিল্পবিপ্লবের উদ্যোক্তা হলেন একটি অতি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী, যাঁরা মার্কিন ইতিহাসে বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস নামে পরিচিত। কিন্তু বোস্টন অ্যাসোসিয়েটস শিল্পায়নে যে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিল, সে পুঁজির উত যে কলকাতা বাণিজ্য এ বিষয়ে সব ঐতিহাসিকই নীরব। এমনকি রবার্ট ডালজেল, যিনি বোস্টন অ্যাসোসিয়েটসদের নিয়ে নামী গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, তিনিও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। **সমাপ্ত**

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিকে উদযাপন করার দেশ হল ভারত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): বৈচিত্র্য, বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিকে উদযাপন করার দেশ হল ভারত। সৌরাষ্ট্র- তামিল সঙ্গম অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শ্রী মোদী বলেছেন, ভারত এমন একটি দেশ যা বৈচিত্র্যকে উদযাপন করে; আমরা বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন সংস্কৃতি, ধর্ম এবং রীতিনীতি উদযাপন করি। আমাদের দেশ নিজস্ব বিশ্বাস থেকে আধ্যাত্মিকতা থেকে বৈচিত্র্যকে ধারণ করে এবং উদযাপন করে! এমনই আমাদের দেশের সৌন্দর্য।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এখন আমাদের কাছে ২০৪৭ সালের ভারতের লক্ষ্য রয়েছে। আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তবে পথে এমন শক্তি থাকবে যারা আমাদের ভেঙে ফেলার চেষ্টা করবে এবং যারা আমাদের বিভ্রান্ত করবে। সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও উদ্ভাবনের ক্ষমতা রয়েছে ভারতের। সৌরাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর যৌথ ইতিহাস আমাদের এই নিশ্চয়তা প্রদান করে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এই সময়ে যখন আমাদের দেশের ঐক্য সৌরাষ্ট্র-তামিল সঙ্গমের মতো মহা উৎসবের মধ্য দিয়ে রূপ নিচ্ছে, তখন সরদার সাহেব নিশ্চয়ই আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করছেন। দেশের ঐক্যের এই উদযাপন লক্ষাধিক স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্নও পূরণ করছে, যারা """এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত""" দেখার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

"মন কি বাত" ১০০ শীর্ষক জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল, ২০২৩, পিআইবি।। আজ নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুরের উপস্থিতিতে "মন কি বাত ১০০" শীর্ষক একদিনের জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড়। প্রধানমন্ত্রীর মাসিক রেডিও সম্প্রচারের ধারাবাহিক সাফল্যকে চিহ্নিত করার জন্য এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল, যা সারা ভারত জুড়ে ১০০ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে।

এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি ২০১৪ সালকে একটি যুগান্তকারী অগ্রগতি হিসাবে বর্ণনা করেন যা অগ্রগতি এবং অপরাজেয় উন্নতির পথে ভারতের ভাগ্যকে রূপ দিয়েছে। জোট সরকারকে উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে বর্ণনা করে ধনখড় বলেন, "৩০ বছর পর ২০১৪ সালে একদলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার হিসেবে সংসদে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা পেয়েছে ভারত। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী "মন কি বাত"-এ মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন। এই পরীক্ষার আরেকটি ফল ছিল, এখন পর্যন্ত যোগাযোগের একটি বিস্তৃত মাধ্যম রেডিওকে সামনে নিয়ে আসে।

উপরাষ্ট্রপতি এই মাসিক সম্প্রচারকে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক বলে প্রশংসা করেন এবং ১০০ তম পর্বের সাফল্যের প্রশংসা করেন। তিনি মন কি বাতকে আমাদের সভ্যতার মূল্যবোধের প্রতিফলন হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

উদ্বোধন পরবর্তী অধিবেশন সম্পর্কে তিনি বলেন, নারী শক্তির জন্য এখনই সবচেয়ে উপযুক্ত সময় এবং নারীরা অর্জনের অজানা ক্ষেত্রগুলিতে প্রবেশ করছেন। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, আমাদের রাষ্ট্রপতি অত্যন্ত মেধাবী জনজাতীয় মহিলা। তিনি আরও বলেন, সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ একটি দেশ তার অবদান ভুলে গেছে এবং সেই চেতনা পুনরুজ্জীবিত করতে প্রধানমন্ত্রীর অবদান অসাধারণ।

শ্রী ধনখড় ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার ১০০ বছর পূর্তি সম্পর্কে কথা বলেন এবং বলেন যে ভারতের শক্তিশালী ভিত্তি ৺১০০ এবং তখন দেশের অবস্থা কী হবে তা মন কি বাত ৺১০০ দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশে নেতিবাচকতা হ্রাস এবং সর্বাত্মক ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধির জন্য তিনি এই কর্মসূচির কৃতিত্ব দেন। তিনি বলেন, আগে দেশ আশা হারাচ্ছিল এবং আমাদের বৈশ্বিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, এখন আমরা ভারতকে শীর্ষে দেখছি।

'মন কি বাত খুব অল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় কারিগর, প্রতিভা এবং দক্ষতাকে ব্র্যান্ড করেছে। জাতি, বর্ণ এবং ধর্মের দ্বারা বিভক্ত একটি দেশে এটি বৈচিত্র্যের একটি পুষ্পস্তবক যা প্রতিভাকে কাজে লাগাতে সক্ষম। এটি জনতা কারফিউর সময় দেখা গণআন্দোলনের পূর্বসূরী, যা কেবল প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপের আহ্বান ছিল। এই কর্মসূচি জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে তাদের অনুপ্রাণিত করে।'

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর তাঁর ভাষণে বলেন, "এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত"-এর প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে "মন কি বাত" কর্মসূচি রচিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি ভারতের সাধারণ মানুষের অর্জনগুলি তুলে ধরার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এই বার্তার জন্য নির্বাচিত মাধ্যমটি হ"ল রেডিও গণযোগাযোগের মৌলিক মাধ্যম। "মন কি বাত"-এর বিভিন্ন পর্বে ১০৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতির কথা স্বীকার করে মন্ত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত প্রচারিত ৯৯টি পর্বে ৭০০ জনেরও বেশি ব্যক্তি ও সংস্থার সাফল্য তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, সরকার যখন ক্রীড়াবিদদের উৎসাহিত করার জন্য খেলো ইন্ডিয়া চালু করেছে, তখন মন কি বাত তাদের অর্জনগুলি দেশের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিয়ে তাদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। আইআইএম রোহতকের সাম্প্রতিক একটি জরিপে দেখা গেছে, "মন কি বাত" আচরণকে প্রভাবিত করার একটি পদ্ধতি তে পরিণত হয়েছে। নবজাতক কন্যার মৃত্যুর পর অঙ্গদানকারী এক দম্পতির প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী একটি উদাহরণ দেন। এই অঙ্গদানের বার্তা প্রতিটি পরিবারে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। শ্রী ঠাকুর সমাবেশে বলেন, প্রধানমন্ত্রী যখন বিদেশ সফর করেন, তখন তিনি দেশের ক্ষুদ্রতম অঞ্চল থেকে উপহার নিয়ে আসেন এবং আয়োজক দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপহার দেন। এইভাবে, ভারতের প্রতিটি কোণের পরিচয় এবং প্রতীকগুলি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়েছে। তিনি বলেন, বিশ্বের অনেক জরিপে বিশ্ব নেতারা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা "মন কি বাত"-এর কার্যকর প্রসারের সাক্ষ্য।সম্প্রতি অ্যাপলের সিইও টিম কুকের ভারত সফরের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, আজ বিশ্ব ভারত ও তার অর্থনীতিকে হতাশার মধ্যে আশার আলো হিসেবে দেখছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর রেডিও সম্প্রচারের জন্য ভারতের জনগণের কাছ থেকে ইনপুট চান। মন্ত্রী জানান, "মন কি বাত"-এর প্রথম ১৫ টি পর্বের জন্য ৬১,০০০ ইনপুট পাওয়া গেছে।

বারাণসীতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কাশী তেলুগু সঙ্গম

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): আগামী ২৯ এপ্রিল, শনিবার কাশী তেলুগু সঙ্গম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এই অনুষ্ঠানটি প্রধানমন্ত্রীর সংসদীয় এলাকাতে অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই অনুষ্ঠানটি এমন একটি সময় অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যখন তেলুগু-ভাষী তীর্থযাত্রীরা প্রায় ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত ধর্মীয় মণ্ডলীতে চলমান ১২ দিনব্যাপী দীর্ঘ 'গঙ্গা পুষ্কর আলু' চলাকালীন প্রচুর সংখ্যায় বারাণসীতে আসছেন।

শ্রী কাশী তেলুগু সমিতি, তেলেগুদের সঙ্গে যুক্ত আশ্রম ও ধর্মশালার একটি সংগঠন, """সঙ্গম"""-এর আয়োজন করছে।

১২ ঘণ্টার বনধ, পথ অবরোধ, ফের আন্দোলনে কুড়মিরা, স্তব্ধ ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : মাঝে কয়েক দিনের ব্যবধান ছিল। ফের কুড়মি আন্দোলনে স্তব্ধ জঙ্গলমহল। বুধবার সকাল থেকে ১২ ঘণ্টার বনধ শুরু হয়েছে। হুড়কা জ্যামে যাবতীয় দোকানপাট বন্ধ থাকে এলাকায়। বন্ধ থাকে গাড়ি চলাচলও। সরকারি-বেসরকারি যান চলাচলও বন্ধ থাকে সকাল থেকে। ফলে ভোগান্তির শিকার হন বহু মানুষ। তবে নিজেদের অবস্থানে অনড় কুড়মি সংগঠন।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের আন্দোলন কারীদের সাথে খারাপ ব্যবহার,আন্দোলন কারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা, নবান্নে সরকারী ভাবে আন্দোলনকারীদের সাথে দুর্ব্যবহার, কুড়মিদের তফসিলি তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য সিআরআই রিপোর্টের প্রয়োজনীয়তা-সহ বিভিন্ন দাবিতে বুধবার কুড়মি সংগঠনের ডাকে জঙ্গল মহলে ১২ ঘণ্টার বনধ কর্মসূচি চলে।

এ দিন ঝাড়গ্রাম জেলায় সকাল ৬টা থেকে শুরু হয়েছে এই বনধ চলছে। রাস্তায় নামেনি কোনও বেসরকারি বাস। হাতেগোনা কয়েকটি সরকারি বাস চললেও, পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। বাস বন্ধ থাকায় ফলে অসুবিধায় পড়েছেন ট্রেনের যাত্রীরা। দোকানপাটও বন্ধ। তবে জরুরি পরিষেবাগুলিকে ছাড় দেওয়া হয়। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রাস্তায় মোতায়েন করা হয় পুলিশ। ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম, সাঁকরাইল, গোপীবল্লভপুরে বনধের প্রভাব পড়েনি।

চলবে মেরামতির কাজ, শনি ও রবিবার রাতে বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): কেবল পরীক্ষা ও মেরামতির কাজের জন্য আগামী ২৯ এপ্রিল (শনিবার) এবং ৩০ এপ্রিল (রবিবার) রাতে বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে সব রকমের যান চলাচল। লালবাজার জানিয়েছে, শনিবার রাত ১২টা থেকে পরের দিন সকাল ৬টা এবং রবিবার রাত ১১টা থেকে পরের দিন ভোর ৫টা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে এই সেতু।

লালবাজার জানিয়েছে, যে সব পণ্যবাহী লরি এখন বেহালা-আলিপুরের দিক থেকে এসে বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে যাতায়াত করে, সেগুলিকে ওই দু'দিন হসপিটাল রোড, ধর্মতলা, চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়, টালা সেতু, বি টি রোড হয়ে নিবেদিতা সেতু দিয়ে পাঠানো হবে। টালিগঞ্জ-ভবানীপুরের দিক থেকে আসা লরি বা ট্রাককে এক্সাইড মোড়, ধর্মতলা হয়ে নিবেদিতা সেতুতে পাঠানো হবে ওই একই রুটে। আবার বন্দর এলাকা থেকে যে সব লরি এবং ট্রাক শহরের বাইরে যায়, সেগুলি হেস্টিংস মোড় থেকে ঘুরিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড, কিংস ওয়ে, ধর্মতলা হয়ে পাঠানো হবে নিবেদিতা সেতুতে।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ফের বাড়বে তাপমাত্রা

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): স্বস্তির বৃষ্টি এবার থামতে চলেছে তিলোত্তমায়, তবে ২৭ এপ্রিল কিছু জেলায় বৃষ্টি হলেও হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কিছুদিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ৩-৪ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে তাপমাত্রা, ফলে ফের অনুভূত হবে গরম।

বৃষ্টি থামতেই ফের রোদের দাপটও শুরু হয়েছে, অনুভূত হয়েছে গরম। বুধবার কলকাতাতেও বেড়েছে তাপমাত্রার পারদ। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

অপারেশন কাবেরী : পোর্ট সুদান থেকে উদ্ধার আরও ২৫০ জন

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): অপারেশন কাবেরীর আওতায় সংঘর্ষ বিধ্বস্ত সুদানে আটকে পড়া ভারতীয়দের অপর একটি দল বুধবার সেই দেশ থেকে রওনা দিয়েছে। ভারতীয় বায়ুসেনার দু"""টি সি-১৩০ জে বিমানে ২৫০ জনেরও বেশি ভারতীয়দের নিয়ে আসা হচ্ছে।

পোর্ট সুদান থেকে ২৫০ জনের এই দলটি সুদান থেকে সৌদি আরবের জেড্ডা অভিমুখে যাত্রা শুরু করেছে। ২৫০ জনের মধ্যে শিশুও রয়েছে।

PRESS NOTICE INVITING TENDER

Sealed Tender is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from bonafied citizens of Tripura for offering rates for Hiring of Vehicle for performing the Govt. duty at the office of the Supdt. of Agriculture, Damcherra North Tripura for the financial year 2023-24. The date of submission of tender is 01.05.2023 to 15.05.2023 in between 11 A.M to 3 P.M. The tender will be opened on same day (if possible) at 3.30 P.M or on the next working day at 11 am. The tenderer or one of their representatives may remain present at the time of opening of the tender. The date may be changed under any unavoidable circumstances. The interested tenderer may contact with the Office of the Undersigned on or before 3.0 pm of 15.05.2023 or any other working days for collection of the tender form and detailed terms and Condition. Tender form will be available from 01.05.2023 onwards up to 15.05.2023 on any working days up to 3 pm.

ICA/C-245/23

Sd/- (SWAPAN KUM DEBBARMA)
Supat of Agriculture
Damcherra, North Tripura

NOTICE INVITING e-TENDER

PNIe-T No:-05 /EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2023-24 Dated :- 25/04/2023

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from cligible Contractors/Firms/Public Owners/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD for the following work:

Name of work: Repairing, maintenance of Road Construction machineries, Government vehicles, Road rollers, ADM plants, valuation and condemnation, installation of Air conditioning system, lifts, fire Fighting system, etc in respect of PWD(R&B),Law Department, Health Department. General Administrative Departments, Forest. TSR,BSF etc. within the jurisdiction of North Tripura, Unakoti and Dhalai District for the year 2023-24/SH:- Hiring of Ol(one) No. commercial Vehicle (Maruti Eeco) with driver, fuel and having commercial vehicle for Ol(one) year incl fuel& driver having commercial license and purchase not earlier than the year 2018 for official use of the Assistant Engineer, Mechanical Sub Division PWD(R&B), Kumerghat, Unakoti for a period of I(one) year

1. DNIeT No: 02 /EE/DNIeT/MECH.DIVN/AGT/2022-23.
2. Estimated Cost : Rs 3,69,840/-
3. Earnest Money : Rs 7397/-
4. Bid Fee : Rs 1,000/-
5. Last date & time for online Bidding: 10/05/2023 upto 3:00 PM
6. Time for Completion:- 365(Three hundred Sixty five) days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-253/23

Executive Engineer
Mechanical Division,PWD
Agartala

PNIeT No: 06/EE/CCD/PWD/2023-24, Dated. 25/04/2023

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Mtc. of Govt. residential building during the year 2023-24/SH: - Repairing/Maintenance of building portion including Water Supply, Sanitary installations of type quarters in the premises of 79 Tilla Govt. Qt. Complex and Bhallukiyatilla Govt. Qtr. Complex, Agartala. For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIeT No: 06/DNIT/EE/CCD/PWD/2023-24

Estimated Cost: %8,78,969.00 Earnest Money: 717,579.00 and Time for completion: 180 (one hundred eighty) days

Last date & time for online Bidding: 12/05/2023 upto 3:00 PM

ICA/C-248/23

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.

NOTICE INVITING TENDER (NIT) NO: 02/EE/Divn.1II/PWD(R&B)/2023-24

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies . PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

SL NO	DNIT NO. OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID
1	2	3	4	5	6	7
1	ACE/Project Unit/PWD (Buildings) /DNIT/02/2023-24	₹1,83,05,654.00	₹ 3,66,113.00	365 (three hundred sixty five) Days	Up to 03.00 P.M. On 15.05.2023	At 4.00 P.M. on 15.05.2023 (If Possible)

Notes :-
1. All the above-mentioned online activities should be done in the e-procurement portal https:/ /tripuratenders.gov.in
2. All the above-mentioned date & time are as per server clock gate & time of e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-241/23

For and on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Agartala Division No.III, PWD(R&B)
Agartala, West Tripura'

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-03/EE/RD/TLM-DIV/2022-23 Dt.24/04/2023.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD From No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 01/05/2023 for 01(One) No. internal electrical work. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C-234/23

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

NOTICE INVITING QUOTATION

As per letter No F14-1(1()-VWHI/DF/2012-13/4515-17 Dated 30/03/2023 by the DFCS & CA regarding Quotation in sealed cover for hiring of 1(one) Commercial Maruti (Omni E/Eco) Vehicle for the office of the Deputy Director, Food , Udaipur Gomati Tripura is inviting on behalf of The Food Civil Supplies & Consumer Affairs Department Govt of Tripura from the bona fide organization /Firm for the year 2023-24 i.c I(one) year.

The interested quotation /owner of commercial vehicle shall have to be submitted rate in the plain paper address to the Deputy Director Food Udaipur Gomati Tripura, attaching of agreement letter of all point of Terms and conditions mentioned as under.

Terms & Condition

The vehicles shall be manufacturing after 01/01/2020.
The owner of private vehicle himself shall be engaged a driver with the vehicle and wages/ honorarium etc shall be paid to the driver .
Required for submitting the one year valid documents 1, Manual Book of manufacturing .2 Road Tax clearance 3.Valid Road permit 4.insurance valid_5. pollution certificate 6. Registration of owner ship 6.Fitness of the vehicle 7.prefessional tax clearance 8.valid Commercial driving licence .
The tender shall have to be accepted with in the limited of Govt approve rate of DFPRT Rules -2019.
The Undersigned reserve the right to accept or cancel the quotation in any time/period with out showing any reasons .
The log book of the concern vehicle shall have to be maintained daily by the owner or driver if any and put signed in the log book from duty officer on daily basis ,.If failed will not be allowed by the following date .
The fuel and charge of maintenance etc shall be borne by the owner .
Tax will be deducted from the bill as per rule.
The quotation will be received (in tender Box)m simultaneously in the office of the Deputy Director Food Udaipur Gomati Tripura from 10 am to 3.00 pm on 10/05/2023 and will be opened at 3.30 PM on the same day in the office by the Deputy Director Food, Udaipur.The quotation on or his /her authorised representatives may remain present at time of opening of quotation. Besides no tender will be received beyond the above scheduled.

ICA/C-243/23

(N. Bhaumik)
Deputy Director Food
Udaipur Gomati Tripura.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: EE-IED/UDP/05/2023-24 Dated: -25/ 04 /2023

SL NO	DNIT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID/ TECHNICAL BID	PLACE OF SALE OF TENDER DOCUMENTS	CLASS OF TENDERER
1	EE-IED/UDP/72/2022-23	₹ 5,93,953.00	₹ 11,879.00	30 (Thirty) Days	Up to 15.00 Hrs. on 15/05/2023	At 15.30 Hrs. on 15/05/2023	https://tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class

ICA/C-250/23

For and on behalf of the Governor of Tripura
(ER. AMIT DEBBARMA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.
Mobile: 9402162303

হরেকরকম
হরেকরকম
হরেকরকম

মাথা ধোয়ার সময় কীভাবে স্ট্রোক হতে পারে?

চুলের বিভিন্ন ট্রিটমেন্টের জন্য কমবেশি সব নারীই নিয়মিত পার্লারে যান। তবে জানলে অবাক হবেন, পার্লারে হেয়ার ট্রিটমেন্ট করতে গিয়েও কিন্তু হতে পারে স্ট্রোক।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পার্লারের চুল ধোয়ার বেসিনে দীর্ঘক্ষণ মাথা রেখে স্পা করানোর ফলে অস্বস্তি ছাড়াও ঘাড়ের হাইপার এক্সটেনশনের কারণে স্ট্রোক হতে পারে!

একে বলা হয় বিউটি পার্লার স্ট্রোক সিনড্রোম। যার মারাত্মক পরিণতি হতে পারে।

সম্প্রতি ভারতের ৫০ বছর বয়সী এক নারী বিউটি পার্লারে চুল ধোয়ার সময় স্ট্রোকে মৃত্যুবরণ করেন। এ বিষয় টুইটারে জানিয়েছেন হায়দ্রাবাদের জুবিলি হিলসের অ্যাপোলো হাসপাতালের সিনিয়র কনসালট্যান্ট নিউরোলজিস্ট ডা. সুধীর কুমার।

মাথা ধোয়ার সময় কীভাবে স্ট্রোক হতে পারে?

বিশেষজ্ঞরা জানান, চুল ধোয়ার জন্য মাথা দীর্ঘক্ষণ পেছনে হেলিয়ে রাখলে ঘাড়ের হাইপার এক্সটেনশন মস্তিষ্কে অক্সিজেনের সঞ্চালনে পরিবর্তন ঘটায়।

ডা. কুমার উল্লেখ করেছেন, হাইপার এক্সটেনশনের সময় মেরুদণ্ডের ধমনী (ঘাড়ের মেরুদণ্ডের ধমনীগুলো মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে) সংকোচন ও ঘাড় ওয়াশ-বেসিনের দিকে ঘুরলে সিন্ড্রোম হতে পারে। এতে রক্তনালি ছিঁড়ে যেতে পারে। যা রক্ত জমাট বাঁধতে পারে। এ কারণে হতে পারে স্ট্রোক।

প্রাথমিক সতর্কতা লক্ষণগুলো কী কী?

ডা. কুমার উল্লেখ করেছেন, ৫০ বছর বয়সী ওই নারী মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব ও বমি হওয়ার লক্ষণগুলো অনুভব করেছিলেন। বিউটি পার্লার স্ট্রোক সিন্ড্রোমের প্রাথমিক সতর্কতা লক্ষণগুলো সাধারণ স্ট্রোকের থেকে একটু আলাদা বলে জানান ক্যালিফোর্নিয়ার প্রোভিডেন্স সেন্ট জনস হেলথ সেন্টারের একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ক্লিফোর্ড সেগিল।

অন্যান্য প্রাথমিক লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে- হাতে অস্থিরতা, মাথাব্যথা, কিছুটা দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া বা ঝাপসা দৃষ্টি, ঘাড় ফুলে যাওয়া ও স্বাদের পরিবর্তন।

অন্যান্য লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে- অসাড়তা, ভারসাম্য হারানো, ঝাপসা কথাবার্তা, দুর্বলতা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ও হঠাৎআচরণগত পরিবর্তন।

হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের নিউরোলজির সহযোগী অধ্যাপক ও ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের নিউরোলজির ভাইস চেয়ার অনীশ সিংগাল জানিয়েছে, এ ধরনের স্ট্রোক শুধু পার্লারেই নয় বরং দাঁতের ডাক্তার দেখানোর সময়, টেনিস খেলা এমনকি যোগব্যায়ামের কারণেও হতে পারে।

চিকিতকদের মতে, এই সিন্ড্রোম তাদের মধ্যেই বেশি দেখা যায় যাদের সংযোজক টিস্যু রোগ বা কোনো অন্তর্নিহিত দুর্বলতা আছে। তাহলে কি পার্লারে মাথা ধোয়া বন্ধ করা উচিত? ডা. কুমার তার টুইটে উপসংহারে বলেছেন, ''ভার্টিব্রো-বেসিলার ধমনী অঞ্চলকে প্রভাবিত করে স্ট্রোক একটি বিউটি পার্লারে শ্যাম্পু চুল-ধোয়ার সময় ঘটতে পারে।''

সিংগাল আরও জানিয়েছেন, ''নিয়মিত সেলুন হেয়ার স্পা না করার মাধ্যমে এই রোগের ঝুঁকি কমাতে পারেন। এছাড়া এমন সব ক্রিয়াকলাপ এড়ানো উচিত যেখানে দীর্ঘসময়ের জন্য ঘাড়ের অবস্থান ১০-১৫ মিনিট পেছনে হেলিয়ে রাখতে হয়। এই চিকিতক সবাইকে সতর্ক করে জানান, চুল ধোয়ার ঘাড় যাতে সোজা থেকে সেদিকে খেয়াল রাখুন।''

কম বয়সে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার কারণ কী?

আহা রে! এত অল্প বয়সে চলে গেল! এত অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক! মা-বাবার না জানি কেমন লাগছে! বল্লার এবং নিজ সন্তান নিয়ে আতঙ্কিত অভিভাবক এখন আমাদের চেনা পরিচয়ের মধ্যেই। ৩০তম জন্মদিন পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারা আপাতসুস্থ ছেলেমেয়েদের হঠাৎমৃ''ত্যুতে আজকাল একটু বেশিই চমকাতে হচ্ছে আমাদের। পত্রপত্রিকার খবর বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে এ ধরনের মৃ''ত্যুর সংখ্যা বেশি মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা এমন নয়। অল্প বয়সে মৃ''ত্যুর সংখ্যা আগের তুলনায় সত্যি সত্যিই বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, গত ১০ বছরে ৪০ বছরের কম বয়সীদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের হার বছরে ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাক হয়ে বেঁচে গেলেও নানা রকমের হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বহুলাংশে বেড়ে যায়। যে তরুণ বা যুবকের দেশ বা সমাজকে দেওয়ার মতো অনেক কিছু ছিল, তাঁর অকালমৃ''ত্যু কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু অল্প বয়সে এই হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতে আমাদের কী কী করণীয়?

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা

পরিবারের কারও যদি উচ্চ রক্তচাপের ইতিহাস থাকে, তবে অল্প বয়সী কিশোর বা তরুণটি উচ্চ রক্তচাপে ভোগার ঝুঁকিতে থাকেন। বেশি বয়সেই কেবল উচ্চ রক্তচাপে ভোগার সম্ভাবনা ভেবে অবহেলা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিতে ফেলে দিতে পারে। উচ্চ রক্তচাপের পারিবারিক ইতিহাস থাকাদের নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে থাকা উচিত। যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ আছে, তাঁরা যেন অবশ্যই তা নিয়ন্ত্রণে রাখেন।

রক্তে কোলেস্টেরলের সঠিক মাত্রা বজায় রাখা

উচ্চ রক্তচাপের মতোই রক্তে মাত্রাতিরিক্ত কোলেস্টেরলের পারিবারিক ইতিহাস অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাকের একটি অন্যতম ঝুঁকি। তাই, কোলেস্টেরলের মাত্রা জানতে নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল থাকলে জীবনাচার পরিবর্তন করতে হবে, যা প্রয়োজনে ওষুধ গ্রহণ করতে হবে।

সঠিক শারীরিক ওজন বজায় রাখা

অতিরিক্ত শারীরিক ওজন বা স্থূলতা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় বলে প্রয়োজনে ওজন কমানোর মাধ্যমে ঝুঁকি কমাতে হবে।

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ করা

খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে শারীরিক ওজন, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা ইত্যাদির সংযোগ রয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে মূলত দারিদ্রসীমার নিচে থাকারাই অস্বাস্থ্যকর জাঙ্ক ফুডের দিকে ঝোঁকে। আমাদের দেশে তার বিপরীত চিত্র দেখা যায়। আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিস্ময়করভাবে জাঙ্ক ফুড গ্রহণকে স্ট্যাটাস সিম্বল মনে করতে শুরু করেছে। অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতে অতিরিক্ত চিনিযুক্ত কোমল পানীয়, অতিরিক্ত লবণযুক্ত ফাস্ট ফুড খাওয়ার অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি

প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি ও ফলমূল খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

নিয়মিত শারীরিক শ্রম বা ব্যায়াম করা

হৃদ্‌যন্ত্রে রক্তের সরবরাহ বাড়াতে এবং তার সামর্থ্য বাড়াতে ব্যায়াম বা শারীরিক শ্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। এ ছাড়াও নিয়মিত শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে শরীরের কাঙ্ক্ষিত ওজন বজায় রাখা, রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমানো এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, যা প্রকারান্তরে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমায়।

ধূমপান পরিহার করা

ধূমপান উচ্চ রক্তচাপ তৈরির মাধ্যমে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। তাই যাঁরা ধূমপান করেন না, তাঁরা অবশ্যই ধূমপান শুরু করবেন না এবং যাঁদের ধূমপানের অভ্যাস আছে, তাঁরা এই অভ্যাস ত্যাগ করবেন। ধূমপান ত্যাগে প্রয়োজনে চিকিতকের সহায়তা নেওয়া উচিত।

মদ্যপান ও নেশাদ্রব্য পরিহার করা

উন্নত দেশগুলোতে অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাকের অন্যতম ঝুঁকি হিসেবে দেখা হয় মদ্যপান ও নেশাদ্রব্য গ্রহণকে। আমাদের দেশেও এর ব্যবহার বাড়তির দিকে থাকায় আমাদের ছেলেমেয়েরাও এই ঝুঁকির বাইরে নেই। অভিভাবকদের উচিত সন্তানের দিকে খেয়াল রাখা, যেন তাঁরা সঙ্গদোষে খেলাচ্ছলেও মদ্যপান বা নেশার জগতে ঢুকে না পড়ে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত, প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধূমপান নেশার জগতের গেটওয়ে বা প্রবেশদ্বার হিসেবে কাজ করে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখা

ডায়াবেটিস রক্তনালি ও নার্ভের ক্ষতি করে বলে যাঁরা ডায়াবেটিসে ভোগেন, তাঁদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি অন্যদের তুলনায় বেশি থাকে। তাই ডায়াবেটিস আছে কি না, তা জানার জন্য বিশেষ করে যাঁদের ডায়াবেটিসের পারিবারিক ইতিহাস আছে, তাঁদেরকে নিয়মিত ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা উচিত এবং ডায়াবেটিস থাকলে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা উচিত।

মানসিক চাপ কমানো

মানসিক চাপ নানাভাবে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়। ইদানীংকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রেমঘটিত বা চাকরি ক্ষেত্রে নানা ধরনের চাপ থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে মদ্যপান, নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ, অতিরিক্ত ভোজন, ধূমপানে আসক্ত হয়ে যেতে দেখা যায়, যা হৃদ্‌যন্ত্রের জন্য খারাপ। তাই মানসিক চাপ কমাতে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যায়াম করা, খেলাধুলা করা, গান শোনা বা ধ্যানের অভ্যাস করতে পারেন।

পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমানো

পর্যাপ্ত পরিমাণে না ঘুমালে তা উচ্চ রক্তচাপ, স্থূলতা ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় এবং এই তিনটিই হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায়। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে অকারণে রাতজাগা বা সঠিক সময়ে ঘুমাতে যাবার সু-অভ্যাসের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। কারও যদি রাতে ৭ থেকে ৯ ঘণ্টার চেয়ে কম ঘুম হয়, তাহলে তাঁর উচিত চিকিতকের পরামর্শ নিয়ে সঠিক পরিমাণ ঘুমের সু-অভ্যাস গ্রহণ করা।

অল্প বয়সেও হার্ট অ্যাটাক এবং তা থেকে মৃ''ত্যুর ঝুঁকি আছে, এটি আর অস্বীকারের উপায় নেই। এ থেকে বাঁচতে আমাদের চাই এই বিষয়ে সচেতনতা এবং সঠিক পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করা।

সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় ভুগছেন যে লক্ষণগুলি দেখা দিলে সতর্ক হবেন

আমাদের সুস্থ রাখতে কিডনি বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে। তাই কিডনি ভালো রাখার ব্যাপারে সতর্ক না হলে তা পরবর্তীতে নানা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। অবাক করা বিষয় হলো, প্রচুর মানুষ কিডনির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ভুগছেন কিন্তু তারা সে সম্পর্কে সচেতন নয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, কিডনি রোগ বাড়তে থাকে।

দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ সাধারণত উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস বা কিডনি রোগের পারিবারিক ইতিহাস আছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা যায়। অন্যান্য কারণ যা আপনাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে তার মধ্যে রয়েছে- বয়স্ক হওয়া, কম ওজন, দীর্ঘ সময় ধরে নির্দিষ্ট ওষুধ ব্যবহার করা, দীর্ঘস্থায়ী মূত্রনালীর সংক্রমণ, কিডনিতে পাথর এবং স্থূলতা। কিডনি সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় ভুগছেন কি না তা কিভাবে বুঝবেন? জেনে নিন কিডনি রোগের ৭টি সাধারণ লক্ষণ-

ঘুমের সমস্যা অনিয়মিত ঘুম কিডনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের একটি সাধারণ সমস্যা। যখন কিডনি ঠিকমতো ফিল্টার করে না তখন বিষাক্ত পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যমে চলে যাওয়ার পরিবর্তে রক্তে থেকে যায়, যা ঘুমকে প্রভাবিত করে। দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে স্লিপ অ্যাপনিয়ার সমস্যা তুলনামূলক বেশি দেখা যায়।

ত্বকের সমস্যা কিডনির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ত্বকের সমস্যাও হতে পারে কিডনি রোগের ইঙ্গিত। শুষ্ক এবং খসখসে ত্বক খনিজ এবং হাড়ের রোগের লক্ষণ হতে পারে, যা কিডনি রোগের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে পারে। যখন কিডনি রক্তে খনিজ এবং পুষ্টির সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে না তখন ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় এবং চুলকায়।

ফোলা চোখ

কিডনির রোগের কারণে পেরিওরবিটাল এডিমা হতে পারে, যে কারণে চোখের চারপাশে ফুলে যেতে পারে। কিডনি থেকে প্রস্রাবে যাওয়ার পরিবর্তে প্রচুর প্রোটিন লিকেজ হয়ে শরীরে ছড়িয়ে পড়লে এমনটা হতে পারে। এটি এক চোখে বা দুই চোখেই দেখা দিতে পারে।

পেশীর খিঁচুনি

কিডনি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পেশীর খিঁচুনি সাধারণ ঘটনা। শরীরে তরল এবং ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতার কারণে প্রায়ই এমনটা হয়। স্নায়ুর ক্ষতি এবং রক্ত প্রবাহের সমস্যার কারণেও হতে পারে হয়। এটি কিডনি ফাংশন নষ্ট হওয়ার কারণে হতে পারে। শরীরে কম ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের মাত্রা এই সমস্যাকে আমন্ত্রণ জানায়।

পা ফোলা

আপনি কি আপনার পা এবং গোড়ালিতে ফোলা লক্ষ্য করছেন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তবে এটি কিডনি রোগের লক্ষণ হতে পারে। ফোলা কমানোর জন্য লবণ এবং জল কম গ্রহণ করতে হবে। এর বদলে এমন খাবার খেতে হবে যাবে জল রয়েছে, যেমন স্যুপ এবং দই।

যখন কিডনি অতিরিক্ত তরল অপসারণ করতে ব্যর্থ হয়, তখন এটি কিছু ক্ষেত্রে পা এবং গোড়ালি ফোলার কারণ হতে পারে।

প্রস্রাবের পরিবর্তন

কিডনির মূত্র তৈরি করে, তাই যখন আপনার কিডনি সঠিকভাবে না করে, তখন প্রস্রাব পরিবর্তিত হতে পারে। প্রস্রাবের ঘন ঘন তাগিদ কিডনি রোগের ইঙ্গিত হতে পারে। আপনি যদি রাতে বেশি প্রস্রাব করেন, এটি কিডনি রোগের লক্ষণও হতে পারে। কিডনির ফিল্টার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে এটি ঘটে, যার ফলে প্রস্রাবের তাগিদ বেড়ে যায়।

ক্ষুধা কমে যাওয়া

ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন অনুসারে, দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগের রোগীদের মধ্যে খাবারের প্রতি অনীহা দেখা যেতে পারে। ক্ষুধা কম লাগা এবং ওজন কমে যাওয়া কিডনি রোগের লক্ষণ হতে পারে।

কিডনি ভালো রাখার সহজ টিপস

* শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকুন এবং প্রতিদিন ব্যায়াম করুন। * যোগ এবং ধ্যানের অভ্যাস করুন। * আস্তশস্য, তাজা ফল, শাকসবজি, ডাল এবং শাক-সবজিতে ভরপুর সুষম খাদ্য গ্রহণ করে স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন। কী এড়িয়ে চলবেন? * জাঙ্ক, মসলাযুক্ত এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারকে না বলুন * প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল পান করবেন না কারণ এটি কিডনিকে চাপ দিতে পারে। * অ্যালকোহল এবং ধূমপানকে না বলুন। ধূমপান রক্তনালীগুলিকে ধ্বংস করতে পারে, যা কিডনিতে রক্ত প্রবাহ হ্রাস করতে পারে। * চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো ধরনের ওষুধ গ্রহণ করবেন না কারণ এটি আপনার কিডনিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

পানের মধ্যে ওষধি গুণ

পানের মধ্যে ওষধি গুণ আছে একথা অনেকেরই জানা। এছাড়াও পান অ্যান্টি অক্সিজেন্ট, একই সঙ্গে কামোদ্দীপক এবং প্রাকৃতিক মাউথ ফ্রেশনার। পান পাতার এত গুণ আছে যে সবাই অন্তত একটি করে পান খাওয়া উচিত। পানের গুণাগুণ জেনে নিন- ১) মাউথ ফ্রেশনার: পান পাতা খাওয়ার ফলে যে রস উতাদন হয় তা আমাদের দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখে। এছাড়াও পান পাতার রস আমাদের মুখের ভেতরটা পরিষ্কার রাখে। এমনকি, মুখের মধ্যে রক্তপাতও বন্ধ করে। পান বেটে তার রস এক কাপ হাল্কা গরম জল মিশিয়ে রোজ সকালে তা দিয়ে গার্গল করুন। কয়েকদিনের মধ্যেই তফাত দেখতে পাবেন।

২) নাক থেকে রক্ত পড়া থামায়: অনেক সময় সান স্ট্রোক হওয়ার ফলে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। এটা বন্ধ করতে একটা পান পাতা পাকিয়ে তা নাকের মধ্যে গুঁজে দিন। মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে রাখতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। আসলে পান পাতা খুব তাড়াতাড়ি রক্ত জমাট বাঁধিয়ে দিতে পারে।

৩) কানের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে: পান পাতার আরো একটা বড় সুবিধা হল এটা কানের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে। কয়েক ফোঁটা পানের রস আর কয়েক ফোঁটা নারকেল তেল একসঙ্গে মিশিয়ে কানের মধ্যে দিলে ব্যথা কমে যাবে। তবে এই ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া ভালো।

৪) অ্যান্টিসেপ্টিক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন: ছোটখাটো কাটা ছেড়ায় পান বেটে লাগিয়ে দিতে পারেন। এছাড়াও যাদের আর্থরাইটিস আছে তাদের ব্যথা কমাতেও সাহায্য করে পান পাতা।

৫) ডিওডোরেন্টের কাজ করে: বিশ্বাস হচ্ছে না তো? তাহলে নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন। স্নান করার জলে কিছুটা পান পাতার রস মিশিয়ে নিন। এই জল দিয়ে স্নান করলে সারাদিন ফ্রেশ লাগবে। এছাড়াও ঘাম কম হবে। পান পাতা দিয়ে জলফুটিয়ে ঠান্ডা করে সেই জল পান করলে ঘামের গন্ধ কমবে। এমনকী মহিলাদের মেনস্ট্রুয়েশন স্মেল ও কমবে।

৬) প্রস্রাব করতে সাহায্য করে: বিশেষত কিডনির রোগ আছে যাদের তাদের প্রস্রাব করতে কষ্ট হয়। এই কষ্ট কমাতে সাহায্য করে পান পাতা। শরীর থেকে দ্রুত জল বের করে দেয়ার ক্ষমতা আছে পান পাতার। দুধের সঙ্গে পান বেটে খেলে এই ব্যাপারে সাহায্য পাবেন।

৭) ভ্যাজাইনাল হাইজিন ঠিক রাখে: ভ্যাজাইনাল বার্থের পর তাজা পান পাতা ভ্যাজাইনাকে সংকুচিত করতে সাহায্য করে। এছাড়াও ভ্যাজাইনাল ডিসচার্জ বা ভ্যাজাইনাল ইচিং ও সারিয়ে দেয়।

৮) ত্বকের জন্য ভালো: খুব কম লোকেই জানে পানে যে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল প্রপার্টি আছে তা পিম্পল, অ্যাকনে সহজেই সারিয়ে তোলে। এছাড়াও বিভিন্ন স্কিন অ্যালার্জি, ফুসকুড়ি, কালো ছোপ, সান বার্ন সারিয়ে দেয়। এর জন্য কয়েকটা তাজা পান পাতা আর কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বেটে লাগাতে হবে।

৯) মাথা ব্যথা কমায়: গরমের কারণে মাথা ব্যথা করলে কপালে কয়েকটা পান পাতা রাখুন। এছাড়াও পান পাতার রস লাগালে তাড়াতাড়ি মাথা ব্যথা কমে যায়।

১০) অ্যান্টি ফাংগাল: শরীরের যেসব অংশে ফাংগাল ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে- যেমন পায়ের আঙুল, প্রভৃতি সেই সব জায়গায় পানপাতার রস লাগান। কয়েকদিনের মধ্যে ইনফেকশন সেরে যাবে।

১১) সর্দি কমায়: বুকে কফ জমে গেলে সরিষার তেল আর পান পাতা ভালো করে গরম করে বুকে লাগাতে হবে। এছাড়াও ঠান্ডা লেগে সর্দি হলে পান পাতা, এলাচ, লবঙ্গ একসঙ্গে ফুটিয়ে গাঢ় করে খেতে হবে।

১২) হজমশক্তি বাড়ায়: সাধারণত খাওয়ার পর পান খাওয়া হয়। এটা করা হয় কারণ পান হজম করতে সাহায্য করে। গ্যাস, অম্বলও কমায়। এছাড়াও যাদের কনস্টিপেশনের সমস্যা আছে তাদের জন্যেও উপকারী। পেট খারাপ হলে পেটে যে ব্যথা করে অনেকসময় তাও কমাতে সাহায্য করে।

১৪) মেটাবলিজম বাড়ায়: নিয়মিত পান খেলে শরীরের মেটাবলিজম বাড়ে। এর ফলে ব্লাড সার্কুলেশন বেড়ে যায়। যা বিভিন্ন প্রটিন, ভিটামিন, মিনারেল শুষে নিতে সাহায্য করতে। এজন্য ওজন কমে তাড়াতাড়ি।

১৫) খিদে বাড়ায়: পেটের পিএইচ লেভেল ঠিক করতে সাহায্য করে পানের রস। এর ফলে পেটে বায়ু হয় না এছাড়াও পেট ফাঁপা কমায়। পান পাতা শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে। এর ফলে খিদে বাড়ে।

পুষ্টিকর কী কী খাবেন জেনে নিন

সহজে ওজন কমানোর সিক্রেট মূল খাবারে নয়, লুকিয়ে আছে খাবারের মাঝখানে হালকা স্ন্যাকসগুলোতেই। রোগা হতে চাইলে দুটো মিলের মাঝে বেশি সময়ের ব্যবধান না রেখে দু'ঘণ্টা অন্তর হালকা খাবার খাওয়া উচিত।

সারাদিন মোটামুটি ঠিকঠাক খাওয়াদাওয়া করলেও সব মাটি হয়ে যাচ্ছে বিকেলের দিকে এসে?

সত্যি বলতে কী, আমরা যে সময়ে দুপুরের খাবার খাই, তার চেয়ে অনেকটা দেরিতে রাতের খাবার পায় শরীর। তাই এই সময়টা প্রবল খিদে পায়, আর সেই ফাঁকেই অনায়াসে মতো ঢুকে পড়ে কেক-পেস্ট্রি, রোল, নুডলস বা মুড়ি-তেলেভাজা কিংবা এর কোনওটাই স্বাস্থ্যকর অপশন নয়, তাই হাতের কাছে এমন কিছু রাখুন যা খিদেও মেটাবে, স্বাস্থ্যও ভাল রাখবে।

কী কী খাবেন?

বিকেল ৫-৬টার মধ্যে যে খিদে পায় সেই সময়ই মূলত বাইরের খাবারে পেট ভরাই আমরা। বাড়ি থেকে অনেকেই লাঞ্চ প্যাক করে অফিসে নিয়ে গেলেও বিকেলে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় বা অস্বাস্থ্যকর ভাজাভুজি, মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়ে খিদে মেটানোর প্রবণতা দেখা যায়।

অফিস ডেস্ক বা নিজের ব্যাগেই রেখে দিন ফল, ছোলা বা পপকর্নের মতো স্বাস্থ্যকর স্ন্যাকস। এই সব স্ন্যাকস বিকেলে খিদে মেটানোর পাশাপাশি পুষ্টিকর ডায়েট মেনে চলতেও সাহায্য করবে।

স্যালাড খান। স্যালাড আপনি নানাভাবে তৈরি করতে পারেন, তা খেতেও চমতার হয়। যেমন ধরুন হালকা সেদ্ধ করা বিট বা গাজর কুরে নিয়ে জল ঝরানো টক দই, চাট মশলা, নুন-মরিচ মিশিয়ে খেতে তোফা লাগে। আর দইয়ে যদি সামান্য হিং, জিরে, সর্ষে, কারিপাতার ফোড়ন দেন, তা হলে তো কথাই নেই! আপেল বা শসা সুন্দর করে কেটে নিন। সঙ্গে রাখুন পিনাট বাটার বা জল ঝরানো দই। দুটো মিশিয়ে খেলে দারুণ। সামান্য নুন-মরিচ- কাঁচালঙ্কা-ধনেপাতা- লেবুর রস দিয়ে যদি ভুট্টা বা ছোলা সেদ্ধ মেখে নিতে পারে, তা হলে দারুণ স্বাদবদল হবে।

অল্প চিকেন সেদ্ধ করে সামান্য অলিভ অয়েলে একটু রসুন, চিলি ফ্লেক্স দিয়ে সাঁতলে রাখুন। সন্ধেবেলা খেলে পেট অনেকক্ষণ ভরে থাকবে। চিকেন বার্গার না খেয়ে বরং এটা খান, মুখরোচক তো বটেই, পুষ্টিকরও।

দক্ষতা ও অঙ্গীকারের জন্য ভারত ও দেশের বাইরেও আমাদের চিকিৎসকরা সম্মানিত : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): যখন প্রতিভার কথা আসে, সমগ্র বিশ্ব ভারতীয় ডাক্তারদের প্রভাব দেখেছে। ভারতে এবং দেশের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই, আমাদের ডাক্তাররা নিজেদের দক্ষতা এবং প্রতিশ্রুতির জন্য ব্যাপকভাবে সম্মানিত। বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ""“এক পৃথিবী, এক স্বাস্থ্য - অ্যাডভান্টেজ হেলথ কেয়ার""” বিষয়ে একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় এই কথা বলেছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, সামগ্রিক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে ভারতের অনেক শক্তি রয়েছে, আমাদের প্রতিভা আছে, আমাদের প্রযুক্তি রয়েছে, আমাদের ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে এবং আমাদের ঐতিহ্য রয়েছে। ভ্যাকসিন এবং ওষুধের মাধ্যমে জীবন বাঁচানোর মহৎ মিশনে অনেক দেশের অংশীদার হতে পেরে ভারত গর্বিত। মোদী বলেছেন, স্বাস্থ্যের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি অসুস্থতার অভাবেই থেমে থাকে না। আমাদের লক্ষ্য সবার জন্য সুস্থতা এবং কল্যাণ। আমাদের লক্ষ্য শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সুস্থতা।

কালিয়াগঞ্জের পরিস্থিতি থমথমে, সতর্ক পুলিশ

মালদা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবারও কালিয়াগঞ্জের পরিস্থিতি থমথমে। কালিয়াগঞ্জের ৪,৫,৬ ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ২৮ তারিখ পর্যন্ত জারি ১৪৪ ধারা।

দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় লোকের দেখা নেই। স্কুল খোলা থাকলেও উপস্থিতি নগন্য। একই পরিস্থিতি এলাকার সরকারি অফিসগুলিতেও। বুধবার ধৃতদের আদালতে তোলা হচ্ছে। সেই সময় ফের একবার উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জ থানায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় । পুলিশকে লক্ষ্য করে আন্দোলনকারীরা ইটবৃষ্টি করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠি চালাতে হয়, ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেল। গোটা ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপি। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের দাবি, বিষক্রিয়ায় ওই নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ । যদিও তা মানতে নারাজ মৃতার পরিবার ও আন্দোলনকারীরা। পুলিশের দাবির পক্ষেই বুধবার সায় দিয়েছেন কুণাল ঘোষ। তিনিও টুইটে দাবি করেছেন যে, ধর্ষণের মিথ্যে কথা রটানো হচ্ছে।

বুধবার টুইট করে কালিয়াগঞ্জের ঘটনার দুটি ভিডিয়ো ক্লিপ পোস্ট করেন কুণাল ঘোষ। সেই ভিডিয়োয় দুষ্কৃতীদের পুলিশের উপর হামলা চালাতে দেখা গিয়েছে। পোস্টে কুণাল কড়া বার্তা দেন।

উল্লেখ্য, আদিবাসীদের বিক্ষোভে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ।

কিছুদিন আগে কালিয়াগঞ্জে এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। তার পরিবারের অভিযোগ, গণধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে ওই নাবালিকাকে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে গত কয়েকদিন ধরেই তীব্র উত্তেজনা রয়েছে ওই এলাকায়। এই নিয়ে মঙ্গলবার রাজবংশী, তফসিলি ও আদিবাসী যৌথ মঞ্চ কালিয়াগঞ্জ থানা ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল। তাদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ঘটনা ঘটার পর থেকেই এই নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে উঠেছে।

ভারতের মহিলারা এগিয়ে গেছেন এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশ্বকে পিছনে ফেলেছেন: রবিনা ট্যান্ডন

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল, ২০২৩, পিআইবি।। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক রেডিও সম্প্রচার "মন কি বাত"-এর ধারাবাহিক সাফল্যকে স্মরণীয় করে রাখতে আজ নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনে দিনব্যাপী "মন কি বাত" শীর্ষক জাতীয় কনক্লেভের আয়োজন করা হয়। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুরের উপস্থিতিতে কনক্লেভের উদ্বোধন করেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনকর। "মন কি বাত"-এর বিভিন্ন পর্বে প্রধানমন্ত্রী যে ১০০ জনের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চারটি প্যানেল আলোচনা সেশনে "নারী শক্তি", "বিরাসাত কা উত্থান", "জন যোগাযোগ সে আত্মনির্ভরতা" এবং "অহওয়ান সে জন আন্দোলন"-এর বিস্তৃত বিষয় তুলে ধরা হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনের পরে নারী শক্তির প্রথম এবং সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এটি এমন একটি বিষয় যা "মন কি বাত"-এর প্রায় সমস্ত পর্বকে অতিক্রম করেছে এবং যেটি প্রধানমন্ত্রীর হৃদয়ের কাছাকাছি। মহিলাদের কার্যকরভাবে ক্ষমতায়ন এবং জাতি গঠনে তাদের সামনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে দেশজুড়ে মন কি বাত যে রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলেছে তা এই অধিবেশনগুলিতে তুলে ধরা হয়। প্রধানমন্ত্রী ভারতের অগ্রগতির কেন্দ্রীয় মাত্রা এবং ভারতকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা হিসাবে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছেন। বিগত নয় বছরে, মহিলাদের ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত করতে এবং তাদের ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অসংখ্য কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

প্রখ্যাত উপস্থাপক রিচা অনিরুদ্ধের সঞ্চালনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুদুচেরির আইপিএস (অবসরপ্রাপ্ত) ও প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর কিরণ বেদী, ক্রীড়াবিদ দীপা মালিক, অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন, দ্য বেটার ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ধিমান্ত পারেখ, আরজে নিতিন, বক্সার নিখাত জারিন এবং পর্বতারোহী পূর্ণা মালাবথ। ২০১৪ সালে মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণকারী বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ মেয়ে মালাবথ ২০২২ সালে সাত-শীর্ষ পর্বতারোহণের চ্যালেঞ্জ সম্পন্ন করেছিলেন এবং ২০২২ সালের জুনে "মন কি বাত"-এ প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রশংসা করেছিলেন।

কিরণ বেদী তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, আমরা যদি এই দেশে পরিবর্তন দেখতে চাই, তবে আমাদের বাবা-মা এবং প্রবীণদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে কারণ এই মানসিকতাই শিশু এবং পরিবারের অন্যদের মধ্যে চলে যায়। তিনি বলেন, "পরায়া ধন" ধারণাটির পরিবর্তন করা দরকার কারণ এটি মহিলাদের অসুরক্ষিত করে তোলে এবং আমাদের মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতা দিতে হবে এবং তাদের আত্মনির্ভরশীল করতে হবে তবেই মহিলারা শক্তিশালী বোধ করবেন। শ্রীমতী বেদী আরও যোগ করেছেন যে পিতামাতাদের শিশুদের মধ্যে সমতার বার্তা পৌঁছে দিতে হবে এবং অনুরূপ শিক্ষা ও দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে। মেয়েদের অনুভব করা দরকার যে তারা পরিবার পরিচালনা এবং তাদের পিতামাতার যত্ন নেওয়ার জন্যও দায়বদ্ধ। পরিশেষে, শ্রীমতী বেদী নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন। এগুলো হলো- আর্থিক স্বাধীনতা, শিক্ষা ও দক্ষতা এবং শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ মহিলা, যার জন্য মহিলাদের খেলাধুলা করা দরকার।

পরিবর্তনের ফোরাম হিসাবে রেডিওর তাৎপর্য সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে আরজে নীতিন বলেন, তিনি রেডিওকে একটি কার্যকর মাধ্যম হিসাবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন এবং ২৩ বছর ধরে এটিতে কাজ করছেন। তিনি আরও বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা পুরুষদের দায়িত্ব এবং আপনি যদি সত্যিই আপনার মা ও বোনকে ভালবাসেন তবে আপনি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করবেন এবং এটি নিশ্চিত করবেন যে সমস্ত মহিলা তাদের নিজস্ব সুযোগগুলি খুঁজে পেতে যথেষ্ট শক্তিশালী। তিনি বলেন, রেডিও বার্তাকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার একটি ভাল মাধ্যম এবং সে কারণেই প্রধানমন্ত্রীও এই মাধ্যমটিকে বেছে নিয়েছেন কারণ এই মাধ্যমটির সর্বাধিক শক্তি রয়েছে। সবশেষে তিনি বলেন, এর অংশ হতে পেরে তিনি আনন্দিত এবং তিনি নিশ্চিত করবেন যে তিনি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাবেন।

শিল্পকলাকে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করে অভিনেত্রী রবিনা ট্যান্ডন বলেন, শক্তিশালী নারী চরিত্র ও নারীর ক্ষমতায়নের থিম নিয়ে সিনেমায় কাজ করার পর ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে যা ৯০ এবং তার আগের দশকগুলোতে ছিল না। তিনি বলেন, সামাজিক কারণগুলি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য অভিনেত্রীদের লড়াই করতে হয়েছিল, কারণ এটি বক্স অফিস বান্ধব বা হতাশাজনক চলচ্চিত্র হিসাবে বিবেচিত হয় না যা দর্শকরা পছন্দ করবে না। মিস ট্যান্ডন বলেছেন, তিনি যতটা সম্ভব ইতিবাচক সামাজিক বার্তা নিয়ে সিনেমা করার চেষ্টা করেছেন। দমন এমন একটি চলচ্চিত্র ছিল যা ২০০০ সালে এবং ২৩ বছর পরেও বৈবাহিক ধর্ষণ এখনও একটি ইস্যু এবং সেই চলচ্চিত্রটি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে এবং সঠিকভাবেই, কারণ এটি তার সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিল এবং আমরা এখনও এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা তিনি আরও বলেন, সমাজে সংশোধন হয়েছে। মহিলারা সমস্ত ধরণের চাকরিতে শিল্পে আরও বেশি একীভূত এবং তাদের সংবেদনশীলতা এবং সমস্যাগুলি বোঝার কারণে তাদের আরও সুযোগ রয়েছে। আজ শিল্পে মহিলারা তাদের পুরুষ অংশীদারদের চেয়ে বেশি বেতন পান এবং তারা টিভি শিল্পকে শাসন করেন। এমনকি ওটিটি প্ল্যাটফর্মেও নারীরা শাসন করেন। চলচ্চিত্র শিল্প ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে মহিলারা কাচের ছাদ ভেঙেছেন। সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি মহিলা পাইলট রয়েছেন। পরিশেষে তিনি বলেন, ভারতকে এখনও উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়, কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন না কেন ভারতের নারীরা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশ্বকে পেছনে ফেলেছে।

রেডিওকে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করে এবং প্রধানমন্ত্রী প্রায় সব পর্বেই নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলেন উল্লেখ করে রবিনা ট্যান্ডন বলেন, "প্রথমত আমি প্রসার ভারতী এবং মোদীজিকে "মন কি বাত"-এর ১০০ টি পর্ব সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য অভিনন্দন জানাতে চাই। তিনি বলেন, রেডিওর ব্যাপক প্রসার এবং পরিবর্তনের জন্য একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম হওয়া এবং প্রধানমন্ত্রী যেভাবে কথা বলেন তাতে সবাই মনে করেন যে এটি তাদের নিজস্ব গল্প। তিনি বলেন, "মন কি বাত"-এর প্রধানমন্ত্রীর ধারণা সমস্ত গ্রাম ও বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী কীভাবে রেডিওর মাধ্যমে তৃণমূল স্তরের সত্যিকারের বীরদের প্রশংসা করেন, তা একটি প্রতিভাবান ধারণা এবং প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয় স্পর্শ করতে অত্যন্ত সফল হয়েছে।

কন্যাদের সঙ্গে সেলফি তোলা, এডব্লিউএএস যোজনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে ধীমন্ত পারেখ বলেন, 'উন্নত ভারতে আমরা অনেক ইতিবাচক এবং অনুপ্রেরণামূলক গল্প প্রকাশ করি এবং সমস্তই মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং পুরো দলটি মহিলাদের নেতৃত্বে থাকে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে পরিবর্তন আনতে আমাদের দুটি জিনিস প্রয়োজন, অনুপ্রেরণা এবং সচেতনতা এবং মন কি বাত এই দুটি জিনিসকে সুন্দরভাবে একত্রিত করেছে। মন কি বাত আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং আমরা কী করতে পারি সে সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেছে। উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ ও পয়ঃনিষ্কাশন সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী এমন এক মহিলার কথা বলেছেন, যিনি বিয়ে করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে তিনি যেখানে পেয়েছেন সেখানে কোনও শৌচাগার নেই, তিনি সমস্ত মহিলাদের একত্রিত করেছিলেন এবং আবেদন করেছিলেন এবং তাঁর গ্রামে ৭৫ টি শৌচাগার তৈরি করেছিলেন এবং তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি। সেখানে ফিরে গিয়ে আরও শৌচাগার তৈরি করেছিলেন যাতে তিনি দুটি গ্রামের উন্নতি করেন এবং এটি সত্য। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী শক্তি যা দেখায় যে অনুপ্রেরণা কীভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটিই মন কি বাত সফলভাবে করছে।

প্রকাশ সিং বাদলের প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গেও দু'দিন রাষ্ট্রীয় শোক

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলের প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গেও দু'দিন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করার কথা ঘোষণা করল নবান্ন।

এই ব্যাপারে বুধ ও বৃহস্পতি এই দু'দিন কেন্দ্রের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের বিজ্ঞপ্তি নবান্নর বার্তায় যুক্ত করে সেটি রাজ্যের প্রতি অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, ডিভিশনাল কমিশনার, জেলাশাসক, রাজভবন, বিধানসভা, হাইকোর্ট, ডিএম, এসপি, সিপি প্রমুখের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই দু'দিন সর্বত্র পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। প্রমোদমূলক অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকার কথাও বলা হয়েছে নির্দেশিকায়।

পঞ্জাবের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার প্রথমে টুইটারে ইংরেজিতে তাঁর সংক্ষিপ্ত শোকবার্তা লেখেন। পরে তথ্য ও জনসংযোগ দফতর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর বার্তা পাঠায়। তাতে লেখা, "পঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদলের প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি গতকাল মোহালিতে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ শিখ-পঞ্জাবি সমাজের স্তম্ভ প্রকাশ সিং বাদল দীর্ঘদিন মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। অদম্য সাহসী ও প্রকৃত জননেতা এই প্রবীণ রাজনীতিবিদ পঞ্জাবের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। সমাজ কল্যাণমূলক কাজকর্মে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর প্রয়াণে রাজনৈতিক জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি প্রকাশ সিং বাদলের আত্মীয় পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।"

প্রসঙ্গত, প্রকাশ সিং বাদলের প্রয়াণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার রাতেই টুইটারে শ্রদ্ধা জানান। দু'দিন রাষ্ট্রীয় শোক পালন করার উল্লেখ করে কেন্দ্র। বুধবার বেলা সওয়া চারটায় প্রধানমন্ত্রী এই উপলক্ষে আয়োজিত এক শিবিরে প্রকাশ সিং বাদলের বাঁধানো ছবিতে মাল্যদানের তিনটি ছবি টুইট করেছেন।

গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা

ভোপাল, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বুধবার বিখ্যাত গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। টুইটের মাধ্যমে রামানুজনের অবদানের কথাও স্মরণ করেন তিনি।

তাঁর টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী চৌহান লিখেছেন, 'আমি মহান গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই, যিনি তাঁর অনন্য গাণিতিক জ্ঞান দিয়ে সংখ্যা তত্ত্বকে একটি নতুন মাত্রা দিয়েছেন। গণিতের ক্ষেত্রে আপনার অভূতপূর্ব অবদান ভারতীয়দের গর্বিত করে তুলবে এবং তরুণদের অনন্তকাল পর্যন্ত পথ দেখাবে।

বাগ-রিপোর্ট বুঝতে আদালতবান্ধব নিয়োগ করল সুপ্রিম কোর্ট

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 'আদালতবান্ধব' নিয়োগ করল সুপ্রিম কোর্ট। স্কুল গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিত কুমারের বাগ কমিটির রিপোর্ট খতিয়ে দেখতে আইনজীবী গৌরব আগরওয়ালকে নিয়োগ করল শীর্ষ আদালত।

এসএসসি-র গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি, নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মোট সাতটি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ। তবে পরে ডিভিশন বেঞ্চে মামলাগুলি স্থগিত হয়ে যায়। পরে ডিভিশন বেঞ্চ প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি এই নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাগুলির অনুসন্ধান করে। বাগ কমিটি স্কুলে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগ মামলায় রিপোর্ট পেশ করে ডিভিশন বেঞ্চে। বাগ কমিটির আইনজীবী অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জানান, গ্রুপ সি পদে ৩৮১ জনকে ভুয়ো নিয়োগ করা হয়েছে। তার মধ্যে ২২২ জন পরীক্ষাই দেননি। বাকিরা পাশ করেননি। বাগ কমিটি ডিভিশন বেঞ্চকে এ-ও জানায়, গ্রুপ ডি পদেও বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে ৬২৪ জনকে। এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলে বাগ কমিটির কাছে ভুয়ো নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি চায় সিবিআই। কিছু ভুয়ো চাকরিপ্রার্থীর নথি দেওয়া হলেও, অনেকের নথিই সিবিআইয়ের হাতে এসে পৌঁছয়নি বলেও সংস্থার আইনজীবী অভিযোগ করেন। বুধবার বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এই মামলায় আইনজীবী গৌরব আগরওয়াল সাহায্য করবেন। 'আদালতবান্ধব' সংক্ষিপ্ত আকারে রিপোর্ট তৈরি করে তা আদালতে পেশ করবে।

ফের বিজেপি সাংসদ-বিধায়কদের বাড়ি ঘেরাও করার ডাক অভিষেকের

কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : গত বছর ১১ সেপ্টেম্বর তিন বিজেপি সাংসদ ও নয় বিধায়কের বাড়ি ঘেরাও করবে তৃণমূল। আলিপুরদুয়ারের দলের শ্রমিক সংগঠনের কর্মিসভা থেকে এভাবেই সুর চড়ান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার কোচবিহারবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, 'বিজেপি বিধায়ক-সাংসদরা যদি মানুষের দাবি পূরণ না-করেন তাহলে তাঁদের বাড়ি ঘেরাও করুন । যেখানে যেতে হয় আমি যাব ।' গত ১১ সেপ্টেম্বর অভিষেক সমাবেশে বলেন, ডিসেম্বরের মধ্যে চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত সমস্যা না মিটলে হবে ঘেরাও কর্মসূচি। সময় বেঁধে দিয়ে তা ঘোষণা করে কর্মসূচিতে তিনি অংশ নেবেন বলে জানান।

জন সংযোগ যাত্রার দ্বিতীয় দিন । মঙ্গলবার তাঁর নবজোয়ার কর্মসূচির প্রথম দিনে সিতাই, মাথাভাঙায় ব্যালট বাক্স ভেঙে ফেলার কাণ্ড ঘটেছে । এরপর বুধবার ফের নিজের পছন্দের প্রার্থীর নামে ভোট দেওয়ার বার্তা দিলেন অভিষেক। শুধু তাই নয়, কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভায় এক নং ব্লকের ঘুঘুমারি হোমিওপ্যাথি কলেজ গ্রাউন্ডে জনসভার মঞ্চ থেকে বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক থেকে শুরু করে শান্তনু ঠাকুরকে আক্রমণ করলেন।

কোচবিহার দিনহাটার বিজেপি সাংসদ তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে নির্বাচন করা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। অভিষেক উপস্থিত জনতাকে

জানান, রাষ্ট্রমন্ত্রী যে মন্ত্রকের তার অধীনে বিএসএফ। আর এই বিএসএফই কোচবিহারবাসীর উপর অত্যাচার চালাচ্ছে । রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রেমকুমার বর্মনকে ১০৮টি গুলিতে ঝাঁঝরা করেছে বিএসএফ। তাঁর প্রশ্ন, এটাই কি কোচবিহারবাসীর পাওনা?

দুর্নীতি এখন আক্রমণের সম্মুখীন, বড় নেতারাও জেলে যাচ্ছেন : রাজনাথ সিং

বেলগাভি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.): জমে উঠেছে কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার। কর্ণাটকের বেলগাভি জেলার ধারওয়াড়ে নির্বাচনী জনসভা করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও বিজেপি নেতা রাজনাথ সিং। তিনি বলেছেন, দুর্নীতি এখন আক্রমণের সম্মুখীন, বড় নেতারাও জেলে যাচ্ছেন।

রাজনাথ সিং বলেছেন, দুর্নীতির ওপর এখন আক্রমণ চলছে, বড় নেতারা জেলে যাচ্ছেন...তারা (বিরোধীরা) দাবি করছে যে এই তদন্ত ইচ্ছাকৃত। এই সরকার সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করবে, তারা যতই বিশিষ্ট হোক না কেন...'।

কংগ্রেসকে আক্রমণ শানিয়ে রাজনাথ বলেছেন, কংগ্রেস ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দিয়ে ভারতীয় সংবিধান লঙ্ঘন করেছে। ১৯৭৫ সালে নিজেদের ইচ্ছেতে সংবিধান সংশোধন করে জরুরি অবস্থা জারি করে লাখ লাখ মানুষকে কারাগারে পাঠানো হয়। বিজেপি কখনও এমন পাপ করতে পারে না।

ভাঙনরোধে অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় দিল্লির বিরুদ্ধে তোপ মমতার

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : ভাঙন রোধে কেন্দ্রের তরফে কোনও অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় দিল্লির বিরুদ্ধেও তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবান্নর সভাঘরে বুধবার দুয়ারে সরকারের ষষ্ঠ পর্যায়ের সরকারি পরিষেবা প্রদানের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "কেলেঘাই কপালেশ্বরীর টাকাও ওরা দেয়নি । আমরাই করেছি । ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান ৩০ বছর ধরে পড়ে আছে । আমরা বারবার বলেছি । যারা একশো দিনের টাকা দেয় না, তারা ভগবানগোলা, মালদায় ভাঙনের টাকা দেবে, এটা ভাবলে কী করে ?"

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, "ফরাক্কায় ইন্দো বাংলাদেশ জলচুক্তি অনুযায়ী ৭০০ কোটি টাকার পাওনা আছে, তা দেয়নি এখনও ।" এর পর তিনি বলেন, "গঙ্গার ভাঙন এভাবে আটকানো যাবে না । গঙ্গার ভাঙন হতেই থাকবে । কারণ, নদী, প্রকৃতি, বন, জঙ্গল, আকাশ, মাটি আমাদের হাতে নেই ।" মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব, গঙ্গা ভাঙন আটকাতে অন্য কোনও সিস্টেম করতে হবে । গঙ্গার পাড়ে যাঁরা থাকেন, তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে । শুধু জমিটা দেওয়া হবে । তাঁরা ঘরবাড়ি তৈরি করে নেবেন । এর জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটা কমিটি তৈরি করা হোক।

দিঘায় গাড়িতেই ঝলসে মৃত্যু চালকের, দুই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে আগুন

পূর্ব মেদিনীপুর, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবার ভোররাতে পন্যবোঝাই দু'টি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল দিঘা-নন্দকুমার ১১৬ বি জাতীয় সড়কের মারিশদা থানা এলাকায়। পরে খবর পেয়ে কাঁথি থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। উদ্ধার করা হয় চালকের পুড়ে যাওয়া দেহ।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত একটি লরির চালক কেবিনে আটকে পড়েন। সবার চোখের সামনেই আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় তাঁর। গুরুতর জখম অবস্থায় ওই লরির খালাসিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত ৩টা ১৫ মিনিট নাগাদ মারিশদার গয়াগিরি বাস স্ট্যান্ডের কাছে একটি আলুবোঝাই লরি এবং একটি সিমেন্টবোঝাই লরি প্রচণ্ড গতিতে মুখোমুখি ধাক্কা মারে।

সঙ্গে সঙ্গে দু'টি গাড়িতেই আগুন ধরে যায়। আলুবোঝাই লরির চালক আটকে থাকেন নিজের আসনে।

খালাসি কোনওক্রমে গাড়ি থেকে নামতে পারলেও চালক পারেননি। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে তাঁর কেবিনে। স্থানীয়েরা উদ্ধারে ছুটে গেলেও ওই আগুন নেভানো যায়নি। সবার চোখের সামনেই কেবিনে আটকে পড়া চালক জীবন্ত পুড়ে যান। সেখানেই মারা যান তিনি।

মাওবাদীদের রেহাই দেওয়া হবে না, কড়া প্রতিক্রিয়া বাঘেলের

দান্তেওয়াড়া, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : ছত্তিশগড়ে বড়সড় হামলা চালিয়েছে মাওবাদীরা। মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন চালক শহিদ হয়েছেন। এই ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল।

বুধবার মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে পর মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের যে প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে, সেখানে তিনি বলেছেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। এই লড়াই এখন চূড়ান্ত পর্য্যায়ে। নকশালদের রেহাই দেওয়া হবে না।'

প্রসঙ্গত, এদিন আরানপুর থানা এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতির খবরে, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য দান্তেওয়াড়া থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। অভিযানের পরে ফিরে আসার সময়, মাওবাদীরা আরানপুর রোডে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলস্বরূপ ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন গাড়ি চালক যারা অভিযানে জড়িত ছিলেন তারা শহিদ হন। আচমকা এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য জওয়ানরা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। খবর পেয়ে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী : আদিত্যনাথ

মান্ড্য (কর্ণাটক), ২৬ এপ্রিল (হি.স.): ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ ভারতীয় সংবিধানের পরিপন্থী। কর্ণাটকে নির্বাচনী প্রচারে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথ। বুধবার মান্ড্য জেলায় বিরাট একটি রোড শো করেন যোগী আদিত্যনাথ।

পরে নির্বাচনী জনসভা থেকে যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, কংগ্রেস উন্নয়নের কথা বলে কিন্তু বাস্তবতা হল, যে ৫-বছরের স্কিমগুলি তারা ঘোষণা করত সেগুলি স্কিমের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল এবং শীঘ্রই তা ভেঙে পড়বে। প্রধানমন্ত্রী মোদী যখন একটি প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন তিনি সেটির উদ্বোধনও করেন।

গঙ্গা পরিষ্কার করলেন গঙ্গা পুষ্করালু কুম্ভে পুণ্য অর্জনের জন্য কাশীতে আসা ভক্তরা

বারাণসী, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : গঙ্গা পুষ্করালু কুম্ভে পবিত্র ডুব দিতে কাশীতে আসা দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তরা বুধবার মানসরোবর ঘাটে গঙ্গা পরিষ্কার অভিযানে শ্রম দান করেছেন।ঘাটে, তেলেগু-ভাষী ভক্তরা, গঙ্গায় পবিত্র ডুব দেওয়ার পরে, নমামি গঙ্গে এবং ১৩৭ টেরিটোরিয়াল আর্মি গঙ্গা টাস্ক ফোর্স (সিইটিএফ) কর্মীদের সাথে মা গঙ্গার কাছে আরতি করেন। দক্ষিণ ভারতের তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্র প্রদেশের ভক্তরাও গঙ্গার তীর পরিষ্কার করতে সাহায্য করেন। এছাড়াও মানসরোবর, ক্ষেমেশ্বর, রাজা এবং নারদ ঘাটে গঙ্গার তীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আবর্জনা এবং পলিথিনকে ডাস্টবিনে নিয়ে যেতে সহায়তা করেন।এছাড়াও তেলেগু ভাষায় লাউডস্পিকারের মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আবেদন জানান হয়েছে। সকলেই হাতে তেরঙা জাতীয় পতাকা ও ওম লেখা পতাকা নিয়ে গঙ্গা পরিষ্কার করার শপথ নেন। উত্তর ও দক্ষিণের সংস্কৃতির মিলনের সাক্ষী হয়ে উত্তরবাহিনী গঙ্গার মানসরোবর ঘাট আজ ''সবকা সাথ হো গঙ্গা সাফ হো''-ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে।নমামি গঙ্গে কাশী অঞ্চলের আহ্বায়ক রাজেশ শুক্লা বলেছেন, পতিত পাবণী গঙ্গা ভারতের সাংস্কৃতিক-সভ্যতাকে দক্ষিণ থেকে উত্তর এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে সংযুক্ত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ। ''গঙ্গা পরিচ্ছন্নতা একটু আমাদের একটু তোমার'' এবং ''সবকা সাথ হো গঙ্গা সাফ হো''-এর সংকল্প পূরণে ভারতীয় জনগণকে তার অবদান রাখতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

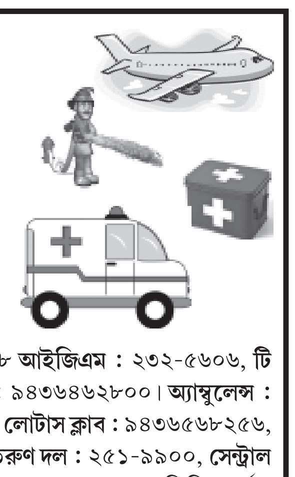

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাগ-রিপোর্ট বুঝতে আদালতবান্ধব নিয়োগ করল সুপ্রিম কোর্ট

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 'আদালতবান্ধব' নিয়োগ করল সুপ্রিম কোর্ট। স্কুল গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে নিয়োগ নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রঞ্জিত কুমারের বাগ কমিটির রিপোর্ট খতিয়ে দেখতে আইনজীবী গৌরব আগরওয়ালকে নিয়োগ করল শীর্ষ আদালত। এসএসসি-র গ্রুপ ডি, গ্রুপ সি, নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মোট সাতটি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের একক বেঞ্চ। তবে পরে ডিভিশন বেঞ্চে মামলাগুলি স্থগিত হয়ে যায়।

পরে ডিভিশন বেঞ্চ প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জিতকুমার বাগের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি এই নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাগুলির অনুসন্ধান করে। বাগ কমিটি স্কুলে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগ মামলায় রিপোর্ট পেশ করে ডিভিশন বেঞ্চে। বাগ কমিটির আইনজীবী অরুণাভ বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে জানান, গ্রুপ সি পদে ৩৮১ জনকে ভুয়ো নিয়োগ করা হয়েছে। তার মধ্যে ২২২ জন পরীক্ষাই দেননি। বাকিরা পাশ করেননি। বাগ কমিটি ডিভিশন বেঞ্চকে এ-ও জানায়, গ্রুপ ডি পদেও বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে ৬২৪ জনকে।

এই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলে বাগ কমিটির কাছে ভুয়ো নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন নথি চায় সিবিআই। কিছু ভুয়ো চাকরিপ্রার্থীর নথি দেওয়া হলেও, অনেকের নথিই সিবিআইয়ের হাতে এসে পৌঁছয়নি বলেও সংস্থার আইনজীবী অভিযোগ করেন।

বুধবার বিচারপতি অনিরুদ্ধ বসু এবং বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এই মামলায় আইনজীবী গৌরব আগরওয়াল সাহায্য করবেন। 'আদালতবান্ধব' সংক্ষিপ্ত আকারে রিপোর্ট তৈরি করে তা আদালতে পেশ করবে।

নিরাপত্তাকর্মী

● প্রথম পাতার পর

বুধবার মাওবাদীদের আইইডি বিস্ফোরণে পর মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের যে প্রতিক্রিয়া সামনে এসেছে, সেখানে তিনি বলেছেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক। শোকাহত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা। এই লড়াই এখন চূড়ান্ত পর্য্যায়ে। নকশালদের রেহাই দেওয়া হবে না।'

প্রসঙ্গত, এদিন আরানপুর থানা এলাকায় মাওবাদীদের উপস্থিতির খবরে, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য দান্তেওয়াড়া থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। অভিযানের পরে ফিরে আসার সময়, মাওবাদীরা আরানপুর রোডে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলস্বরূপ ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন গাড়ি চালক যারা অভিযানে জড়িত ছিলেন তারা শহিদ হন। আচমকা এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য জওয়ানরা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। খবর পেয়ে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়ারা জেলায় বড়সড় হামলা চালাল মাওবাদীরা। মাওবাদীদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ১০ জন ডিআরজি জওয়ান-সহ ১১ জন। মাওবাদীদের পুঁতে রাখা আইইডি-র সংস্পর্শে এসে একটি গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। তাতে ডিআরজি জওয়ানরা ছিলেন।

জওয়ানদের প্রাণহানির খবর পাওয়ার পরই ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন অমিত শাহ।

রাজ্যজুড়ে নেশা

● প্রথম পাতার পর

সুগার সহ উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ আটক করেছে।

এ-বিষয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, গোয়েন্দা খবরের ভিত্তিতে শিলচর-আগরতলা ট্রেনে তল্লাশি করে ব্রাউন সুগার সহ এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। ধর্মনগর স্টেশন থেকে আমবাসা মহকুমায় কুলাইয়ের বাসিন্দা গৌতম চক্রবর্তী ওই নেশা সামগ্রী নিয়ে যাচ্ছিল। তাকে তল্লাশি করে একটি প্যাকেটে সাবানের বাক্সের ভেতরে ১৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার মিলেছে।

তিনি বলেন, ধৃত নেশা সামগ্রী পাচারকারীকে ধর্মনগর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে।

গোটা রাজ্যের পুলিশের অভিযানের পরেও দিনের পর দিন নেশা ব্যবসায়ীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তবে পুলিশ এক্ষেত্রে নেশাদমনের জন্য তৎপরতার সাথে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর করা হুশিয়ারি রয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে চিরতরে নেশা নির্মূলের জন্য। এতকিছুর পরেও নেশা ব্যবসায়ীরা এই অবৈধ নেশা ব্যবসা থেকে বিরত হচ্ছে না। একদিকে যেমন নেশা ব্যবসায়ীরা তাদের নেশা ব্যবসাকে চাঙ্গা করতে চাইছে অন্যদিকে সচেতন সম্পন্ন ব্যক্তিরাও পুলিশকে সেই গোপন খবর দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে যার ফলে রাজ্যের বিভিন্ন থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযানে বারবার সাফল্য অর্জন করতে পারছে। ঠিক একই ভাবে বুধবার গোপন সূত্রের সংবাদের ভিত্তিতে আমতলী থানার ওসি প্রজিৎ মালাকারের নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী পঞ্চমুখ এলাকার মিঠুন আচার্যের বাড়িতে অভিযান চালায়।

অভিযান চালিয়ে মিঠুন আচার্যের বাড়ি থেকে পুলিশ ১৫০ টি ব্রাউন সুগারের কৌটায় মোট ১৩ গ্রাম গ্রাউন্ড সুগার উদ্ধার করে তার পাশাপাশি নেশা ব্যবসায়ী মিঠুন আচার্যকে পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে আমতলী থানার পুলিশ ধৃত মিঠুন আচার্যের বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় একটি মামলা হাতে নিয়ে বুধবারই ধৃত মিঠুন আচার্যকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজের আদালতে প্রেরণ করে। তবে আমতলী থানার ওসি প্রজিৎ মালাকার জানিয়েছেন নেশা ব্যবসার সাথে যুক্ত মূল মাস্টারমাইনদের খুঁজে বের করতে পুলিশ জোর তদন্ত শুরু করেছে। জানা গেছে মিঠুন আচার্য দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের চোখে ধুলা দিয়ে এই ধরনের অবৈধ নেশা ব্যবসার চালিয়ে যাচ্ছিল। তবে শেষমেষ আমতলী থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হলো নেশা ব্যবসায়ী মিঠুন আচার্যকে।

বিজেপির বিরুদ্ধে

● প্রথম পাতার পর

মতবিরোধের কারণে ২০২০ সালে জেডি (ইউ) থেকে বহিষ্কৃত হন তিনি। কয়েক মাস আগেই পিকে জানিয়েছিলেন, তিনি নতুন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিহার থেকেই শুরু করতে চলেছেন। ঘোষণা করেছিলেন 'জন সূরয যাত্রা'র। আপাতত, বিহারে জনসংযোগ কর্মসূচিতে ব্যস্ত পিকে।

তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে পরেই উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। সঙ্গী আরজেডি প্রধান লালুপ্রসাদের পুত্র তথা বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব। আগামী লোকসভা ভোটে বিরোধী জোটের বার্তা নিয়ে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের সঙ্গে বৈঠক করলেন তাঁরা।

সোমবার রাতে ওই বৈঠকে পর নীতীশ স্পষ্ট ভাষার জানিয়ে দেন, তিনি প্রধানমন্ত্রিত্বের দাবিদার নন। জেডি(ইউ) নেতা বলেন, আমার ক্ষমতা ও পদের কোনও লোভ নেই, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করার চেষ্টা করে যাব আমি। আজ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, আমি প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার নই।' তবে আগামী বছরের লোকসভা ভোটে বিরোধী জোটের 'মুখ' কে হবেন? নীতীশের জবাব, যে দিন আমরা এক মঞ্চে আসব, সে দিন আমাদের নেতাও বেছে নেব।

প্রসঙ্গত, সোমবার বিকেলে নবান্নে বৈঠক শেষে মমতা এবং নীতীশ-তেজস্বী বিরোধী ঐক্য আরও জোরদার করার ডাক দেন। সংবাদমাধ্যমের সামনে মমতা সরাসরি নীতীশকে বিরোধীদের নিয়ে বৈঠক ডাকার প্রস্তাব দেন। ১৯৭৭ সালে বিরোধী জোট গড়ার কারিগর, বিহারের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মমতা বলেন, নীতীশজিকে অনুরোধ করছি, আপনি পটনায় একটা বিরোধী বৈঠক ডাকুন।

সক্রিয় রোগী ১৭

● প্রথম পাতার পর

-আক্রান্তের হার হয়েছে ৪.০৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার হয়েছে ৯৯.০৫ শতাংশ। এদিকে, ০.৮৭ শতাংশ হয়েছে মৃত্যুর হার। এছাড়া ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৯৩৭ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম জেলা, গোমতী এবং ঊনকোটি জেলায় ১ জন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। বাকি পাঁচ জেলায় নতুন করে কেউ করোনা আক্রান্ত হননি।

গৃহীত

● প্রথম পাতার পর

অর্থে শহরবাসীর উন্নয়ন এবং পরিবেশকে সুন্দর, স্বচ্ছ ও যানজট মুক্ত করার লক্ষ্যে পুর নিগমের কাজ করবে।

সাথে তাঁর দাবি , ওই অর্থে শহরবাসীকে জল যন্ত্রনা থেকে মুক্তি দিতে অতি দ্রুততার সঙ্গে চলছে আখাউড়া এবং কালাপানিয়ার ড্রেইনগুলোর কাজ। পাশাপাশি শহরে বে-আইনি দখলদারদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আগরতলা পুর নিগম।

শিশুর পিতা

● প্রথম পাতার পর

আজ সকালে হঠাৎ হাসপাতাল থেকে তাঁর সন্তানকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় পরিবারের সদস্যরা দিশেহারা হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন।

দম্পতি

● প্রথম পাতার পর

ধনিরাম ত্রিপুরার শাস্তির দাবি জানায়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতারের সংবাদ নেই।

কালিয়াগঞ্জের পরিস্থিতি থমথমে সতর্ক পুলিশ

মালদা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : বুধবারও কালিয়াগঞ্জের পরিস্থিতি থমথমে। কালিয়াগঞ্জের ৪,৫,৬ ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডে ২৮ তারিখ পর্যন্ত জারি ১৪৪ ধারা।

দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় লোকের দেখা নেই। স্কুল খোলা থাকলেও উপস্থিতি নগন্য। একই পরিস্থিতি এলাকার সরকারি অফিসগুলিতেও। বুধবার ধৃতদের আদালতে তোলা হচ্ছে। সেই সময় ফের একবার উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ উত্তপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জ থানায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয় । পুলিশকে লক্ষ্য করে আন্দোলনকারীরা ইটবৃষ্টি করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠি চালাতে হয়, ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেল। গোটা ঘটনা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে বিজেপি। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি তলানিতে গিয়ে পৌঁছেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে পুলিশের দাবি, বিষক্রিয়ায় ওই নাবালিকার মৃত্যু হয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্টে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ । যদিও তা মানতে নারাজ মৃতার পরিবার ও আন্দোলনকারীরা। পুলিশের দাবির পক্ষেই বুধবার সায় দিয়েছেন কুণাল ঘোষ। তিনিও টুইটে দাবি করেছেন যে, ধর্ষণের মিথ্যে কথা রটানো হচ্ছে।

বুধবার টুইট করে কালিয়াগঞ্জের ঘটনার দুটি ভিডিয়ো ক্লিপ পোস্ট করেন কুণাল ঘোষ। সেই ভিডিয়োয় দুষ্কৃতীদের পুলিশের উপর হামলা চালাতে দেখা গিয়েছে। পোস্টে কুণাল কড়া বার্তা দেন।

উল্লেখ্য, আদিবাসীদের বিক্ষোভে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জ।

কিছুদিন আগে কালিয়াগঞ্জে এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। তার পরিবারের অভিযোগ, গণধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে ওই নাবালিকাকে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে গত কয়েকদিন ধরেই তীব্র উত্তেজনা রয়েছে ওই এলাকায়। এই নিয়ে মঙ্গলবার রাজবংশী, তফসিলি ও আদিবাসী যৌথ মঞ্চ কালিয়াগঞ্জ থানা ঘেরাওয়ের ডাক দিয়েছিল। তাদের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। ঘটনা ঘটার পর থেকেই এই নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর চরমে উঠেছে।

নরম পানীয়ের বিজ্ঞাপনের জেরে বিতর্কে নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : ঠান্ডা পানীয়র বিজ্ঞাপনে বাঙালিদের অসম্মানের অভিযোগ উঠল অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির বিরুদ্ধে। অভিনেতার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী দিব্যায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশে অভিযোগ জানিয়েছেন।

ঠান্ডা পানীয়র বিজ্ঞাপনে বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকা করতে হয়।' এই প্রবাদের অনুকরণেই বিজ্ঞাপনের বাংলা ভার্সানের সংলাপে বলা হয়, 'সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে, বাঙালি খালি পেটেই শুয়ে পড়ে।' বিষয়টিকে ঠাট্টা হিসেবে দাবি করা হয় এবং তাতে নওয়াজউদ্দিনকে হাসতে দেখা যায়। এতেই আপত্তি আইনজীবী দিব্যায়নের। তাঁর ঠান্ডা পানীয়র বিজ্ঞাপনটির হিন্দি ভার্সান নিয়ে কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু, বিজ্ঞাপনের বাংলা ভার্সানে বাঙালিদের অপমান করা হয়েছে এবং তা বাঙালির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে বলে অভিযোগ। শুধু নওয়াজই নন, ঠান্ডা পানীয় সংস্থার সিইওর বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও প্রকাশ্যে ওই বিজ্ঞাপনের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে ওই সংস্থা। টুইটে সংস্থার তরফে জানানো হয়, 'এই ধরনের বাংলা বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য তারা তীব্র অনুশোচনা অনুভব করছে। বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত এবং সমস্ত বাংলা প্রচার মাধ্যম থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'

১৩ বছরের বিবাহিত জীবনে ইতি ইন্দ্রনীলকে বিবাহবিচ্ছেদের চিঠি বরখার

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : দীর্ঘ ১৩ বছরের বিবাহিত জীবনে ইতি টানতে চলেছেন অভিনেতা ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত ও বরখা। শোনা যাচ্ছে, এবার নাকি সত্যিই অফিসিয়ালি ডিভোর্সটা নিতে চলেছেন তাঁরা।

বরখা জানিয়েছেন, খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা অফিসিয়ালি বিচ্ছেদ নিচ্ছেন। অভিনেত্রী নিজেই একটি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'হ্যাঁ আমাদের ডিভোর্সটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে। এটা আমার জীবনের অন্যতম কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল।' যদিও এখনও কোনও মন্তব্য করেননি ইন্দ্রনীল।

বরখা-ইন্দ্রনীলের ১৩ বছরের দাম্পত্য জীবন টালমাটাল হওয়ার নেপথ্যের কারণ হিসাবে বারবারই নাম উঠে এসেছে টলি অভিনেত্রী ইশা সাহার।

'তরুলতার ভূত' নামে একটি ছবিতে কাজ করার সময় থেকেই তাঁদের প্রেমের সূত্রপাত। যদিও এ কথা বরাবরই অস্বীকার করেছেন নতুন 'ফেলুদা'। এদিকে ২০০৬ সালে ইন্দ্রনীল এবং বরখার প্রথম দেখা। বছর দুই প্রেম করেই গাঁটছড়া বাঁধেন। বর্তমানে তাঁদের ১১ বছরের মেয়ে রয়েছে, যার নাম মাইরা। ২০২১ সালের জুন মাসে যখন তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদের খবর আসে, যা কিনা ভক্তদের কাছে অবিশ্বাস্য। একাই মেয়ের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বরখা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আঙুলে আঙটি নিয়ে বিচারকের বক্রোক্তি জেল সুপারকে

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) :ক্স জেলে ঢোকার পর কেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আঙুলে আঙটি ছিল, তার উত্তর দিয়ে বিচারকের কাছে কথা শুনতে হল জেল সুপারের।

জেল সুপারের জবাব শুনে কলকাতা নগর দায়রা আদালতের বিচারকের প্রশ্ন, ৯ মাসেও কেন সেই আংটি খোলা গেল না। বিচারক বলেন, "৯ মাসে আপনি যেটা করতে পারলেন না। আদালতের তরফে ৯ মিনিট ৯ সেকেন্ডে তা করে ফেলা গেল।" জেলে ঢোকার সময় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আঙুল ফোলা ছিল। আর সেই কারণেই তাঁর আঙুল থেকে আংটি খোলা সম্ভব হয়নি! প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আংটিকাণ্ড নিয়ে বুধবার আদালতে হাজিরা দিয়ে এমনটাই দাবি করলেন প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের সুপার দেবাশিস চক্রবর্তী।

বুধবার জেল হেফাজতে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আংটি পরে থাকা নিয়ে একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় দেবাশিসবাবুকে। আংটিকাণ্ড নিয়ে জেল সুপারের দেওয়া জবাবে অসন্তোষ প্রকাশ করে পার্থের জেলে প্রবেশের সময়ের রেজিস্ট্রার খাতা খতিয়ে দেখেন বিচারক।

নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে যুক্ত থাকার অভিযোগে পার্থবাবু বিগত ৯ মাস ধরে জেলবন্দি। জেলের মধ্যেও আঙুলে আংটি পরে থাকা নিয়ে সম্প্রতি বিতর্কের মুখে পড়তে হয় তাঁকে। নিয়ম না থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ ৯ মাস ধরে জেলের মধ্যে হাতে আংটি পরেই থাকতেন তিনি। আদালতে এই নিয়ে বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইডির আইনজীবী জানিয়েছিলেন, 'জেল কোড' অনুসারে সংশোধনাগারে কোনও অলঙ্কার পরা যায় না। কিন্তু পার্থবাবু সেই নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। তবে আদালতের হস্তক্ষেপে সেই আংটি খুলে ফেলেছেন পার্থবাবু।

পার্থবাবুর আঙুল ফুলে থাকার কারণে তাঁর আংটি খোলা যায়নি বলে আদালতে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্সির জেল সুপার। পার্থবাবুর যুক্তি অবশ্য ছিল অন্য। তিনি আদালতে দাবি করেছিলেন, স্বাস্থ্যের কারণেই ওই আংটি তিনি পরে রয়েছেন। তাঁকে জেলে কেউ আংটি পরতে বারণ করেননি বলেও দাবি করেছিলেন তিনি।

মালদার স্কুলে বন্দুকবাজের নেপথ্যেও দিল্লির চক্রান্ত দেখছেন মমতা

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : মালদার স্কুলে 'বন্দুকবাজের তাণ্ডব' নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা বিষয়টির নেপথ্যে দিল্লির ষড়যন্ত্র দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বড় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছ।'

পাশাপাশি পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেছেন তিনি। একজন অভিভাবক কীভাবে পরিচয়পত্র ছাড়া স্কুলে ঢুকে পড়ল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে স্কুলের বাইরে পাহারা বসানোর পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার স্কুল চলাকালীন আচমকা এক ব্যক্তি পিস্তল উঁচিয়ে ক্লাসে ঢুকে পড়েন। নিজেকে মানববোমা বলে উল্লেখ করে পেট্রলের বোতল রেখে দিয়েছিলেন টেবিলের উপর। অভিযুক্ত রাজু বল্লভের দাবি, তাঁর ছেলেকে অপহরণ করা হয়েছে। তাকে ফিরে পেতে প্রশাসনিক প্রধানদের চিঠি লিখেছেন কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তাই পড়ুয়াদের 'পণবন্দি' করার চেষ্টা করেন তিনি। এ নিয়ে বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এর নেপথ্যে ষড়যন্ত্র আছে। দিল্লির ষড়যন্ত্র। কারা এই কাজ করছে তা আমি বলব না। কিন্তু পণবন্দি করতে চাই, এই শব্দ শিখল কী করে?"

সূত্রের খবর, অভিযুক্তর স্ত্রী ও ছেলে প্রায় এক বছর ধরে নিখোঁজ । স্ত্রী ও সন্তানের খোঁজ পেতে ওই ব্যক্তি একাধিকবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। সংবাদমাধ্যমেও আবেদন জানায়। কিন্তু তাকে নাকি কেউ সাহায্য করেনি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে অভিযুক্ত রাজু বল্লভ মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। কিন্তু সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এ ধরনের ঘটনা ঘটলে যারা ঘটায় তাদের মানসিক ভারসাম্যহীন বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সব ব্যাপার এত সহজভাবে দেখা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে তা হলে পণবন্দি কথাটা শিখল কীভাবে?

সকলকে সাবধান থাকার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা আবার ঘটতে পারে। একইসঙ্গে পুলিশের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, পরিচয়পত্র ছাড়া একজন স্কুলে ঢুকল কী করে? গ্রামের মানুষজন সহজ সরল হয়। তাঁরা হয়তো ভেবেছে কোনও অভিভাবক এসেছেন। ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা আটকাতে স্কুলে বাইরে পাহারাদার বসানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

অভিষেকের জনসংযোগে ফের উত্তেজনা, আহত তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি

কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : মঙ্গলবারের রেশ কাটতে না-কাটতে বুধবার ফের কোন্দল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব জোয়ার কর্মসূচিতে । এবার মাথাভাঙাতেও পছন্দের প্রার্থীর নাম দিতে গিয়ে রীতিমতো হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়লেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা । পরিস্থিতি এমনই ঘোরাল হয়ে যায় যে, নিয়ন্ত্রণে আনতে ময়দানে নামতে হয় খোদ তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায়কে ।

মঙ্গলবার প্রথমদিন জনসংযোগ যাত্রায় পছন্দের প্রার্থী খোঁজাকে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা গিয়েছিল গোসানিমারিতে । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে, শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে হয়েছিল খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এর পর বুধবার মাথাভাঙা কলেজ মাঠে জনসভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই ভোটগ্রহণ নিয়ে অশান্তি শুরু হয় ।

অভিযোগ, নিজেদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে এখানেও বাধা দেওয়া হয় তৃণমূল কর্মীদের। যার জেরে মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়ায়। প্রথমে বচসা, পরে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব । এই ঘটনায় মাথাভাঙার ফুলবাড়ির তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি বিনয় বর্মন গুরুতর আহত হন বলে অভিযোগ। তাঁর মাথায় আঘাত লেগেছে বলেও জানা গিয়েছে। এরপরই তাঁকে চিকিৎসার জন্য দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশকর্মীরা। পাশাপাশি ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবেন না বলেও জানিয়ে দেন নিত্যজিৎ বর্মন।

উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ি, বাঘডকরা-ফুলকাডাবরি ভোট কেন্দ্রেও। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতিম রায় জানান, ভোট নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির কারণে সমস্যা হয়েছে। তাঁরা পুনরায় ভোট প্রক্রিয়া চালু করতে চলেছেন বলেও জানান তিনি।

এদিন মাথাভাঙা কলেজ মাঠে অধিবেশন ও গ্রাম বাংলার মতামত কর্মসূচিতে তৃণমূলের সভায় অভিষেক জানান, বুথ সভাপতিরাই দলের সম্পদ। ভোটে গাজোয়ারি বা অশান্তি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলেও কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। সাধারণ মানুষের মতামতের ভিত্তিতেই প্রার্থী ঠিক করা হবে বলেও ফের একবার জানান তিনি।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বিভিন্ন সময়ে বিশালগড় ব্লক অফিস এবং সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত থেকে যোগাযোগের পর ও নিম্নবর্ণিত সুবিধাভোগীরা প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা না করার কারনে বিশালগড় ব্লকের অধীনে পি. এম. এ. ওয়াই(জি) ঘরগুলি **Registration** ও **Sanction** দেওয়া সম্ভব হইতেছে না।

উপরিউক্ত বিষয়ের উপর সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে,

১) পারিবারিক রেশন কার্ড
২) সচল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট
৩) আধার কার্ড
৪) MGNREGA job card ইত্যাদির photo copy এবং মোবাইল নং সহ আগামী ৩ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত অথবা বিশালগড় ব্লক অফিসে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল। উক্ত তারিখের মধ্যে যাহারা নথিপত্র সহ যোগাযোগ করিবেন না এবং ইনস্টালমেন্ট এর টাকা পাওয়ার পরে ঘর নির্মানের কাজ শুরু করিবেন না ধরে নেওয়া হইবে সেই ব্যক্তিরা পি. এম. এ. ওয়াই(জি) ঘর নির্মান করিতে আগ্রহী নয় এবং তালিকা থেকে তাহাদের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করিয়া উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হইবে।

ধন্যবাদান্তে
সমষ্টি উন্নয়নআধিকারিক
বিশালগড় সমষ্টি উন্নয়ন কার্যালয়
বিশালগড়,সিপাহীজলা

৯৭ জন সুবিধাভোগীর নামের তালিকা

List of Annexure-C (Kutcha house) registration pending under Bishalgarh RD Block

Sl.NO	Name of GP	Sl.NO	PMAY-G ID	Name of beneficiaries	Priority
1	Bhatilarma	1	1138198	SUCHITRA NAMAH	19
2	Bhatilarma	2	1220988	LAXMI RANI SAHA	7
3	Bhatilarma	3	1277257	HARIDASI SHIL	20
4	Bhatilarma	4	1174232	PRANGOPAL GOSWAMI	83
5	Champamura	1	1382875	PRATIMA DEY	89
6	Champamura	2	1220932	NABADURGA DEBNATH	180
7	Dakshin Madhupur	1	1299068	PINTU DEBBARMA	53
8	Devipur	1	1220734	SHYAMAL DEBNATH	11
9	Harishnagar	1	1342282	MINATI ORANG	16
10	Harishnagar	2	1162762	BAL BAHADUR LIDHU	29
11	Harishnagar	3	1221442	MALENDRA DEBBARMA	34
12	Golaghati	1	1058018	BIJOY SING	25
13	Gopinagar	1	1023397	MANU SABAR	6
14	Gopinagar	2	1266143	RABINDRA DAS	15
15	Gopinagar	3	1299289	RANJIT SABAR	25
16	Gopinagar	4	1277277	SWAPAN SABAR	27
17	Gopinagar	5	1341901	MURARI MOHAN SARKAR	13
18	Gopinagar	6	1138214	ANIL SARKAR	177
19	Laxmibill	1	1209350	KRISHNADHAN DEBNATH	135
20	Madhya Laxmibill	1	1243616	NANI GOPAL DAS	1
21	Madhya Laxmibill	2	1299205	DULAL SHIL	10
22	N.C.Nagar	1	1352104	NEPAL DAS	85
23	N.C.Nagar	2	1320564	MALINA DAS	93
24	N.C.Nagar	3	1254704	CHINULAL DAS	108
25	N.C.Nagar	4	1352093	DULAL BHANDARI	71
26	N.C.Nagar	5	1265946	BASANTI SARKAR	86
27	N.C.Nagar	6	1243520	NARENDRA CAKRABORTY	91
28	N.C.Nagar	7	1209191	SADHAN SARKAR	100
29	Nbinagar	1	1277467	SUPRABA DAS	10
30	Nbinagar	2	1393094	SWAPNA BEGAM	83
31	Nbinagar	3	1277447	KHOAJ ALI	105
32	Prabhurampur	1	1320637	BIRANDRA SARKAR	1
33	Prabhurampur	2	1331212	PRABIT BARMAN	4
34	Prabhurampur	3	1288163	RANJAN BARMAN	12
35	Prabhurampur	4	1352132	GITA DAS	14
36	Prabhurampur	5	1197688	SANJU BARMAN	16
37	Prabhurampur	6	1209267	SUBAL BISWAS	26
38	Prabhurampur	7	1320625	SADHAN DAS	30
39	Prabhurampur	8	1197687	KRISHNA DAN SARKAR	33
40	Prabhurampur	9	1125883	BHAJAN DAS	34
41	Prabhurampur	10	1232268	NITISH BISWAS	35
42	Prabhurampur	11	1232283	NANDALA DEBNATH	15
43	Prabhurampur	12	1401078	BALAI DAB	28
44	Prabhurampur	13	1372632	ANIL BANIK	33
45	Prabhurampur	14	1362438	SAMIR MAJUMDER	35
46	Prabhurampur	15	1320643	NIKHIL SUTRADHAR	59
47	Prabhurampur	16	1150257	BANI BANIK	61
48	Prabhurampur	17	1185921	GOURANGA CHANDRA NAG	70
49	Prabhurampur	18	1288155	SUKHEN DEB	75
50	Prabhurampur	19	1243582	BAPAN PUDDER	81
51	Prabhurampur	20	1197677	ADHANYA BALA DEBNATH	84
52	Prabhurampur	21	1138077	SUNIL CHANDRA GHOSH	86
53	Prabhurampur	22	1138069	AHID MIAH	5
54	Prabhurampur	23	1209278	ABDUL MOTALEK	9
55	Prabhurampur	24	1299166	BABUL HOSSEN	18
56	Prabhurampur	25	1309987	SUFIA KHATUN	19
57	Prabhurampur	26	1288165	MAHAMAD HOSEN	22
58	Prabhurampur	27	1331215	SHISHU MIAH	24
59	Prabhurampur	28	1372635	SAM MIAH	26
60	Prabhurampur	29	1382839	MD. SELIM	28
61	Prabhurampur	30	1392834	ALFAJ MIAH	29
62	Prabhurampur	31	1401076	MD.DELUAR HOSSAIN	32
63	Prabhurampur	32	1392829	ABUTAHER MIAH	34
64	Prabhurampur	33	1372626	KADIR MIAH	48
65	Prabhurampur	34	1331214	MASHUK MIAH	51
66	Prabhurampur	35	1288151	ANU MIYA	53
67	Prabhurampur	36	1309989	AYUB ALI	55
68	Prabhurampur	37	1309992	SELIM MIAH	57
69	Prabhurampur	38	1331203	BABUL MIAH	65
70	Prabhurampur	39	1209271	HUMAYOUN MIAH	81
71	Prabhurampur	40	1185920	ILOSH MIAH	82
72	Prabhurampur	41	1138080	SAHED MIAH	86
73	Prabhurampur	42	1162176	DHANU MIAH	89
74	Prabhurampur	43	1299157	PARAMESWAR SARKAR	48
75	Prabhurampur	44	1254781	INDRAJIT SARKAR	93
76	Prabhurampur	45	1125879	RATAN DAS	111
77	Prabhurampur	46	1125872	JALAL MIA	12
78	Prabhurampur	47	1299165	GERA MIAH	99
79	Prabhurampur	48	1288152	HASEM ALI	100
80	Purba Gakulnagar	1	1299700	MADAN DAS	55
81	Purba Gakulnagar	2	1321163	SHYAMAL DAS	56
82	Purba Gakulnagar	3	1174710	NARAYAN DEBNATH	59
83	Purba Gakulnagar	4	1150815	RATAN DEBNATH	62
84	Purba Gakulnagar	5	1186524	SADHAN ROY	63
85	Purba Gakulnagar	6	1342299	DHARANI DEBNATH	64
86	Purba Gakulnagar	7	1255342	NARAYAN DEBNATH	65
87	Purba Gakulnagar	8	1331728	JAGAT DEBNATH	66
88	Purba Gakulnagar	9	1373129	NARAYAN DEBNATH	67
89	Purba Gakulnagar	10	1126425	CHANDAN DEBNATH	68
90	Purba Gakulnagar	11	1209858	KHUKAN DEBNATH	69
91	Purba Gakulnagar	12	1299701	DILIP DEBNATH	70
92	Purba Gakulnagar	13	1310535	SUNIL DEBNATH	71
93	Purba Gakulnagar	14	1310536	GOPAL DEBNATH	72
94	Purba Gakulnagar	15	1162777	NITAI DEBNATH	73
95	Purba Gakulnagar	16	1383319	UTTAM DEBNATH	74
96	Purba Gakulnagar	17	1255338	AISHWARIYA DEBNATH	75
97	Purba Gakulnagar	18	1352670	RATAN DEBNATH	78

ICA/D-120/23

সর্বভারতীয় হ্যান্ডবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় ত্রিপুরার প্রতিনিধি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। সর্বভারতীয় হ্যান্ডবল ফেডারেশনের বৈঠকে ত্রিপুরার প্রতিনিধিরাও অংশ নিতে যাচ্ছেন। আগামী ১৪ মে রবিবার, বেলা এগারোটায়, গোয়ায় সর্বভারতীয় হ্যান্ডবল ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। হ্যান্ডবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী সব কটি অনুমোদিত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ইউনিট সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক, অথবা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সর্বাধিক দুইজন সাধারণ বৈঠকে অংশ নিতে পারবেন। হ্যান্ডবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল প্রিতপাল সিং স্যালুজা এক চিঠিতে রাজ্য সংস্থাকে আগামী ৭ মে-র মধ্যে নির্ধারিত ফরম ফিলাপ করে প্রতিনিধি হিসেবে যারা উপস্থিত থাকবেন তাদের নাম সহ বিস্তারিত জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বৈঠকে সেক্রেটারি জেনারেলের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং হিসাব-নিকাশ পেশ করা হলে আলোচনা সাপেক্ষে সেগুলো গ্রহণ করার পাশাপাশি ২০২৩-২৪ এর বাজেট নির্ধারণ এবং বিভিন্ন জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের ক্যালেন্ডার স্থির করা হবে। বলা বাহুল্য, বৈঠকে পৌরহিত্য করবেন হ্যান্ডবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দ্বিগবিজয় চৌতালা। এছাড়া, বৈঠকে ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হাসান মোস্তফা, এশিয়ান হ্যান্ডবল ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ইউসিহিদে ওয়াটানাবে, ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পি টি ঊষা, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের সচিব, সাই ডিরেক্টর সহ অন্যান্যরা উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

টুম্পা, পূজার দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে বিলোনিয়াকে হারিয়ে জয়ী ধর্মনগর

ধর্মনগর:- ১৭৯/২(২০)
বিলোনিয়া:- ২৫/১০(১২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। শেষ ম্যাচে সান্ত্বনার জয় ধর্মনগরের। প্রথম ম্যাচে সদর-এ দলের কাছে হারটা-ই তাদেরকে পিছিয়ে দিয়েছে। পরবর্তী দুই ম্যাচে যথাক্রমে লংতরাইভ্যালি ও আজ বিলোনিয়াকে হারিয়ে ধর্মনগর মুখ্যত গ্রুপ রানার্স হয়েছে। যদিও এই খেতাব সান্ত্বনা স্বরূপ। কেননা গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সদর-এ যথারীতি সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। ধর্মনগর আজ বুধবার নরসিংগড়ে পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বিলোনিয়া দলকে ১৫৪ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করেছে। টস জিতে ধর্মনগর প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত কুড়ি ওভারে দুই উইকেট হারিয়ে ১৭৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে টুম্পা দাসের ছিয়াশি রান এবং পৌলমী পালের পঞ্চান্ন রান বেশ উল্লেখযোগ্য। টুম্পা ৬৭ বল খেলে ১৩ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৮৬ রান পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিলোনিয়া ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ১২ ওভারে মাত্র ২৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেই। ধর্মনগরের পূজা পাল ৪ রানে চারটি, টুম্পা দাস দুই রানে তিনটি এবং সেবা মালাকার ৬ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয়।

ঝাড়খণ্ডে জাতীয় ভলিবল একাডেমিতে প্রশিক্ষণের জন্য রাজ্যের বিক্রম নির্বাচিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। জাতীয় ভলিবল একাডেমিতে ত্রিপুরার খেলোয়াড় ডাক পেয়েছে। রাজ্য ভলিবল আঙ্গিনার নিরিখে এটি একটি দুর্দান্ত খবর। এই প্রথম ত্রিপুরার কোনও ভলিবল খেলোয়াড় জাতীয় মানের কোন ভলিবল একাডেমিতে সম্পূর্ণ নিখরচে প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করার সুযোগ পাচ্ছে। খেলোয়াড়ের নাম বিক্রম দাস। অনূর্ধ-১৯ গ্রুপের, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুরের বেরিমুড়ার ছেলে।

ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটে প্রতিভাবান ভলিবল খেলোয়াড়। জাতীয় পর্যায়ের একাডেমীর নাম মোঙ্গিয়া ন্যাশনাল ভলিবল একাডেমি। ঝাড়খণ্ডের গিরিটিতে অবস্থিত। সদ্য ২৪ ও ২৫ এপ্রিল অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় পর্যায়ের সিলেকশন ট্রায়ালেও ত্রিপুরার বিক্রম দুর্দান্তভাবে আপ-টু-দ্য মার্ক পর্যন্ত পৌঁছাতে পেরেছে। স্বাভাবিক কারণে ওই মোঙ্গিয়া ন্যাশনাল ভলিবল একাডেমিতে সম্পূর্ণ ফ্রি-তে থাকা, খাওয়া, মেডিকেল, ইন্সুরেন্স, ক্রীড়া সামগ্রী নিয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যবস্থা যেমন পাবে, তেমনি সেখান থেকে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ পাবে বলে জানানো হয়েছে। আগামী ১ মে-তে সেখানে রিপোর্ট করতে একাডেমির প্রেসিডেন্ট ড় গুণবন্ত সিং মোঙ্গিয়া এক চিঠিতে বিক্রমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে ত্রিপুরার ক্রীড়া আঙিনায় এটি একটি দারুন খবর।

অনণ্যা, সুপ্রিয়ার হাত ধরে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিতে শান্তিরবাজার

শান্তিরবাজার-২৭৪/৪ কৈলাসহর-৬৬/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে উঠলো শান্তিরবাজার মহকুমা। প্রথম ম্যাচে কমলপুরকে হারানোর পর বুধবার কৈলাসহর মহকুমাকেও অনায়াসেই পরাজিত করে 'বি' গ্রুপের সেরা হয়ে শেষ চারে পৌঁছে গেলো দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমা। এদিন নিপকো মাঠে কৈলাসহর মহকুমাকে ২০৬ রানের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে দেবব্রত চৌধুরির শান্তিরবাজার। শান্তিরবাজারের গড়া ২৭৪ রানের জবাবে কৈলাসহর মাত্র ৬৬ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের অনণ্যা দেবনাথ (৭৮) এবং সুপ্রিয়া দাস (৫৩) অর্ধশতরান করেছেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে শান্তিরবাজার মহকুমা নির্ধারিত ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে বিশাল ২৭৪ রান করে। ওপেনিং জুটিতে মেঘা সরকার এবং অনণ্যা দেবনাথ ৩৭ বল খেলে ৯৭ রান যোগ করে দলকে বড় স্কোর গড়ার ইঙ্গিত দেন। মেঘা ১৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ রান করে আউট হওয়ার পর মাঠে সুপ্রিয়া দাস যোগ দেন অনণ্যার সঙ্গে। ওই জুটি দ্রুত রান তোলার দিকে নজর দেন। দ্বিতীয় উইকেটে ওই জুটি ৫২ বল খেলে যোগ করেন আরও ১০৩ রান। অনণ্যা ৫০ বল খেলে ১৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭৮ এবং সুপ্রিয়া ৩৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ রান করে আউট হয়েছেন। এরপর প্রীয়াঙ্কা নোয়াতিয়া মাঠে ঝড় তুলেন। শেষ পর্যন্ত প্রীয়াঙ্কা ২৮ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৪ রানে অপরাজিত থেকে যান। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ৪৭ রান। জবাবে খেলতে নেমে নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে কৈলাসহর মহকুমা মাত্র ৬৬ রান করতে সক্ষম হয়। দল সর্বোচ্চ ২৫ রান পায় অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া দলের পক্ষে স্বাতি সিনহা ১৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন।

টিসিএ আয়োজিত পেস বোলার অন্বেষণ ক্যাম্পে ব্যাপক সাড়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। পেস বোলার অন্বেষণ ক্যাম্পে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এটি একটি গঠনমূলক উদ্যোগ। ক্রিকেটের প্রসার কল্পে বিশেষ করে রাজ্য দল গঠনের ক্ষেত্রে পেস বোলার বাছাই নিঃসন্দেহে একটি জরুরী বিষয়। এবারও পেস বোলার অন্বেষণের কাজ আজ, বুধবার থেকে শুরু হয়েছে। পশ্চিম জোনাল মহকুমা: সদর, মোহনপুর, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, জিরানিয়া, সোনামুড়া, বিশালগড়ের বিশেষ করে অনূর্ধ ১৬ ও অনূর্ধ ১৯ গ্রুপের ১৪০ জন পেস বোলার এমবিবি স্টেডিয়ামে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্পটার প্রদীপ কাসলিওয়াল ও দেবব্রত চৌধুরীর কাছে রিপোর্ট করেছে। একইভাবে, দক্ষিণ জোনাল মহকুমা: বিলোনিয়া, উদয়পুর, সাব্রুম, অমরপুর ও শান্তিরবাজারের প্রায় ৪০ জন পেস বোলার বাইখোড়া ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে দায়িত্ব প্রাপ্ত স্পটার বিনীত জৈন ও সুবল চৌধুরীর কাছে রিপোর্ট করেছে। টিসিএ-র সহ-সভাপতি তিমির চন্দ উনার দীর্ঘ সময় ধরে রঞ্জি, জাতীয় ও কাউন্টি খেলার অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে এই পেস বোলার অন্বেষণ কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ দেখভাল করছেন। সেন্ট্রাল জোনাল মহকুমা: আমবাসা, লংতরাইভ্যালি, গন্ডাছড়া, কমলপুরের ক্রিকেটাররা আমবাসায় দশমীঘাট গ্রাউন্ডে ২৯ এপ্রিল সকাল ১০টায় বিনীত জৈন ও বিশ্বজিৎ দে-র কাছে রিপোর্ট করতে হবে। উত্তর জোনাল মহকুমা: ধর্মনগর, কৈলাশহর, কাঞ্চনপুরের ক্রিকেটাররা ২৯ এপ্রিল, সকাল ১০টায় ধর্মনগর কলেজ স্টেডিয়ামে প্রদীপ কাসলিওয়াল ও কিশোর মুহুরীর কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে ওই দুই দিনের জন্য অনুষ্ঠেয় ট্রায়াল ক্যাম্পেও প্রায় শতাধিক পেস বোলারের সমাগম ঘটবে।

হিলা ক্রিকেটে বিশালগড়কে হারিয়ে প্রথম জয় তেলিয়ামুড়ার

তেলিয়ামুড়া:-৯২/৫(২০) বিশালগড়:- ৬০/১০(১৪.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে তেলিয়ামুড়া। দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয় আদৌ সেমিফাইনালে খেলার টিকিট এনে দিতে পারে কিনা, সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তবে এই জয় তাদের অবশ্যই শেষ চারের পথে এগিয়ে যাওয়ার মনোবল বাড়িয়েছে, পাশাপাশি আশাও জিইয়ে রেখেছে। খেলা ছিল এমবিবি স্টেডিয়ামে। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তেলিয়ামুড়া প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে প্রিয়াংকা দাস সর্বাধিক ৩৪ রান পায়। এছাড়া, মৌমিতা দেব-এর ১৬ রানও উল্লেখ করার মতো।বিশালগড়ের সুরভী রায় দশ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে বিশালগড়ের শিউলি চক্রবর্তী ছাড়া অন্যরা কেউ ব্যাট হাতে দাঁড়াতে পারেনি বলে মাত্র ৬০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। তেলিয়ামুড়ার প্রিয়াঙ্কা বারো রানে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত সাফল্য পেয়েছে। এছাড়া, মৌমিতা পেয়েছে রানে দুটি উইকেট। প্রিয়াঙ্কা ব্যাটে-বলে দুর্দান্ত সাফল্যের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন সদর-এ মহিলা রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনালে

এল.টি.ভি:- ৩৮/৯(১৭.২)
সদর-এ:- ৪১/২(৪.৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। জয়ের হ্যাটট্রিক, গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন, জয়ের ধারা অক্ষুন্ন: সবকটি কথা-ই সদর-এ সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট দলের জন্য প্রযোজ্য। টানা জয় অর্থাৎ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে সদর-এ দল রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেট টি-টোয়েন্টির সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। আজ, বুধবার গ্রুপ লীগের শেষ ম্যাচে ৮ উইকেটের ব্যবধানে লংতরাইভ্যালিকে পরাজিত করেছে। খেলা ছিল নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। সকাল নটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে লংতরাইভ্যালি প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওভারের মধ্যে ১৭.২ ওভার খেলে মাত্র ৩৮ রানে তারা ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে মেঘা দাস সর্বাধিক ১০ রান পায়। সদর-এ দলের কৃত্তিকা কর্মকার এক রানে তিন উইকেট তুলে নিয়ে দুর্দান্ত সাফল্য পায় এবং প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও জিতে নেয়। এছাড়া, অন্নপূর্ণা দাস দুটি ও মামন রবিদাস একটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সদর-এ দল ২৯ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

রাজ্য মহিলা ক্রিকেট : সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে অপরাজেয় উদয়পুর

উদয়পুর:- ১৫৫/১(২০) সাব্রুম:- ৮৭/৪(২০)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। টানা জয় উদয়পুরের। সেমিফাইনালের পথ অনেকটাই প্রশস্ত। তবুও নিশ্চিত করার জন্য আগামীকাল বিশালগড়ের সঙ্গে নিজেদের ম্যাচের ফলাফলটা একটু হলেও দেখে নিতে হচ্ছে। আজ, বুধবার উদয়পুর মহিলা ক্রিকেট দল ৬৮ রানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে সাব্রুম দলকে হারিয়ে। খেলা ছিল ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে। সকাল নটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে সাব্রুম দলের দলনেতৃ প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে উদয়পুর দল সীমিত ২০ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অন্তরা দাসের ৫১ রান, তনুশ্রী সাহার ৪৪ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সাব্রুম দল ৪ উইকেট হারিয়ে ৮৭ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত কুড়ি ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে বীনা লক্ষী ত্রিপুরা সর্বাধিক ২৮ রান পায়। উদয়পুরের তনুশ্রী ১২ রানে দুইটি এবং ঋষিতা সূত্রধর ও প্রীতি জমাতিয়া একটি করে উইকেট পেয়েছে। ব্যাটে বলে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বিজয়ী দলের তনুশ্রী সাহা পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

পশ্চিম জেলায় ট্রাইবেল আর্টিসান মেলা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। পশ্চিম জেলায় ট্রাইবেল আর্টিসান মেলার আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার থেকে দুদিন ব্যাপী এই মেলা শুরু হয়েছে। ১৬৫ জন এই মেলায় অংশ নিয়েছে। এর মধ্যে থেকে ১০৬ জনকে বাছাই করা হয়েছে। যাদের বাছাই করা হয়েছে তাদের প্রোডাক্ট শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের প্রোডাক্ট গুলি বিদেশে বাজারজাত করা যাবে। তাই তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার পশ্চিম জেলাশাসক কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানান পশ্চিম জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন। বর্তমানে বাজারের চাহিদার উপর গুরুত্ব দিয়ে তাদের প্রোডাক্ট গুলি বাজারজাত করা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে ব্যাম্বু, অর্গানিক ফুড এবং হ্যান্ডলুম। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এবং বনদপ্তরের সহযোগিতা এ মেলায় হয় বলে জানান পশ্চিম জেলা শাসক।

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ

আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য তথা জনতার মশালের সম্পাদক অভিজিৎ ঘোষের মাতা জ্যোতি রানী ঘোষ মঙ্গলবার বিকেলে ডুকলি ঘোষ পাড়াস্থিত নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উনার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনিজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। চার পুত্র সহ তিনি অসংখ গুনমুগ্ধ আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। আগরতলা প্রেস ক্লাব উনার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করছে ও শোকস্তব্ধ আত্মীয় পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে।

শ্যামলীবাজারে নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহরের নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে দুই নেশা কারবারিকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। রাজ্যকে নেশা মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এবং প্রশাসন কাজ করে চলেছে। সরকার ও প্রশাসনের এই প্রচেষ্টাকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নেশা কারবারীরা নতুন নতুন কৌশলে নেশা কারবার চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহরের অলিগলিতেও নেশা কারবারীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বুধবার নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান চালিয়ে দুই নেশা কারবারিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে এক পুলিশ আধিকারিক জানান তাদের কাছে গোপন খবর ছিল নেশা কারবারীরা নেশা সামগ্রী নিয়ে অবস্থান করছে। সেই খবরের ভিত্তিতে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ গোয়ালা বস্তি জিবি বাজার, ইন্দ্রনগর, শ্যামলী বাজার ও শ্যামলী বাজার রিং ওয়েল এলাকায় তল্লাশি চালায়। শ্যামলী বাজার রিং ওয়েল এলাকায় উৎ পেতে বসে থেকে একটি অটো গাড়িসহ ২ নেশা কারবারিকে বেশ কিছু নেশা সামগ্রী সহ হাতেনাতে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট ক্যাপসুল ব্রাউন সুগার এবং বেশ কিছু খালি কৌটা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া নয়টি মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে পুলিশ আরো কয়েকজনকে আটক করার জন্য তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

সাংসদ স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মার্গদর্শনে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের ব্যবস্থাপনায় রাজ্যের তিন মহকুমায় হতে যাচ্ছে সাংসদ স্বাস্থ্য শিবির। দিল্লির বিভিন্ন স্বনামধন্য হাসপাতালের চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ২৮ এপ্রিল মোহনপুর, ২৯ এপ্রিল খোয়াই এবং ৩০ এপ্রিল শান্তিরবাজারে হবে স্বাস্থ্য শিবির। দিল্লীর এইএমস - আবএমল হাসপাতাল, পিজিআই (চন্ডিগড়) হাসপাতাল, মেক্স হাসপাতাল এর মতো হাসপাতালের স্বনামধন্য চিকিৎসকরা এখানে পরিষেবা প্রদান করবেন। নাক-কান-গলা, চক্ষু, শিশুরোগ, মস্তিস্ক জনিত রোগ, হৃদয় রোগ, স্ত্রীরোগ, দন্ত, হাড়, চর্ম রোগ সহ অন্যান্য সাধারণ রোগের বিশেষজ্ঞগন চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করবেন। এখানে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে মহড়া কল্যাণপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ২৬ এপ্রিল।। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কি করণীয় সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও মহড়া কর্মসূচীকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে কল্যাণপুরের কুচপাড়া নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এক প্রশাসনিক উদ্যগ গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে বন্যা, ভূমিধ্বস এবং ভূমিকম্পে কি কি করণীয় তা দেখানো হয়। এই অনুষ্ঠানে মহকুমা প্রশাসন, কল্যাণপুর ব্লক, অগ্নি নির্বাপক দপ্তর এবং বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন যেমন স্কাউট এন্ড গাইড অংশ নেয়। এই সচেতনতামূলক কর্মসূচীতে এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগে কি কি করণীয় তা তুলে ধরা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকা ছাড়াও এতে সাধারণ মানুষ সামিল হয়। মহকুমা প্রশাসন থেকে জানানো হয় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে সাধারণ মানুষ যাতে অযথা আতংকিত না হয়ে যা করণীয় তা করতে পারেন তার জন্যই এই বিশেষ উদ্যোগ।

কালিয়াচকে নাবালিকাকে খুনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার অভিযুক্ত

মালদা, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) : মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নাবালিকার রহস্যমৃত্যুর কিনারা করল মালদা জেলা পুলিশ। সেই ঘটনায় জড়িত মূল অভিযুক্ত এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে মালদার কালিয়াচক থানার আকন্দবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার উজিরপুরের ফাঁকা মাঠ থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক নাবালিকার দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কালিয়াচকের উজিরপুরের স্থানীয় বাসিন্দারা সন্দেহ করেন, মেয়েটিকে ধর্ষণের পর খুন করে কেউ বা কারা জমিতে ফেলে গিয়েছে।

দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার জেরে কালিয়াচকে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই দিন বিকেল নাগাদ মৃত নাবালিকার নাম ও পরিচয় জানতে পারে পুলিশ। তারপর মৃতার পরিবারের সদস্যদের কথা বলে এই ঘটনায় পুলিশ দুই যুবককে সন্দেহ করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়।চারটি থানার দুঁদে অফিসারদের নিয়ে গঠন করা হয় বিশেষ তদন্ত কমিটি। কালিয়াচক, ইংলিশবাজার, ওল্ড মালদহ ও গাজোল, এই চার থানার বাছাই করা পুলিশ অফিসাররা ছাড়াও তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন দু'জন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এবং কালিয়াচকের এসডিপিও সম্ভব জৈন। তদন্তে নেমেই নাবালিকার মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে পুলিশ প্রথমে দু'জনকে আটক করে।

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বুধবার জানিয়েছেন, চার থানার অফিসারদের তদন্তের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই রহস্যের কিনারা করা সম্ভব হয়েছে। একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।১৫ বছরের ওই নাবালিকাকে ফোন করে ডেকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়। তদন্তে নেমে এমনটাই জানতে পেরেছে পুলিশ। তবে পুলিশের জেরায় ধৃত যুবক মেয়েটিকে খুন করার কথা স্বীকার করলেও ধর্ষণের ঘটনা অস্বীকার করেছে বলে তদন্তকারী অফিসাররা জানিয়েছেন।

বিলোনীয়ায় ম্যালেরিয়া নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৬ এপ্রিল।। আজ বিলোনিয়া সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে ম্যালেরিয়া রোগের উপর এক বিশেষ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্লকের চেয়ারপারসনগন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: সুব্রত দাস, শান্তিরবাজারের মহকুমা শাসক, জেলার ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ আধিকারিক ডা: মনীষ চৌধুরী, জেলার শিক্ষা আধিকারিক, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার, পঞ্চায়েত প্রতিনিধিগণ, জেলার সমস্ত হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক, জেলার ভিবিডি কনসালটেন্ট, জেলার ম্যালেরিয়া টেকনিক্যাল সুপারভাইজার সহ অন্যান্য আধিকারিকগন। দৈনন্দিন জীবনে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বিভিন্ন পতঙ্গবাহিত রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, ম্যালেরিয়া রোগের কারণ এবং কিভাবে এই রোগকে প্রতিহত করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ২০২৭ সালের মধ্যে ম্যালেরিয়া মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এছাড়াও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সিদ্ধান্তগুলোর সঠিক বাস্তবায়নের জন্য সময়মতো উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে মাননীয় জেলা শাসক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

বোধজংনগর শিল্প নগরী পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। বোধজংনগর শিল্প নগরী পরিদর্শনে যান মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। ঘুরে দেখেন বাঁশভিত্তিক শিল্প উৎপাদন সহ বিভিন্ন কারখানা।বুধবার বোধজংনগর শিল্প নগরী পরিদর্শনে যান মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদুল বণিক, দপ্তরের অধিকর্তা সহ অন্যান্যরা। তারা এদিন ঘুরে দেখেন বাঁশভিত্তিক শিল্প উৎপাদন সহ বিভিন্ন কারখানা। কথা বলেন সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে। উৎপাদন সহ বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হন মন্ত্রী। পরে তিনি জানান, মূলত আগামী দিনে আরো কিভাবে এই শিল্পগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই বিষয়ে কথা হয়েছে। বাঁশ জাত শিল্পের উৎপাদন, প্লাস্টিক যেগুলি ব্যবহারের অযোগ্য সেগুলিকে কিভাবে ব্যবহারের যোগ্য করা যায়, আরও শিল্পের উন্নয়ন, রাজ্যকে আত্মনির্ভর করার লক্ষ্যেই চেষ্টা চলছে বলে জানান মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা। সেখানে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে ছেলে- মেয়েদের।

মায়ের কোলে বাড়ি ফিরল উত্তরবঙ্গের চুরি যাওয়া একরত্তি

শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : মায়ের কোলে এবার বাড়ির পথে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে চুরি যাওয়া নবজাতক। বুধবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে প্রথমবার বাড়িতে পা রাখছে 'লাকি'। স্ত্রী রঞ্জিতা সিং এবং পুত্র সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে গেলেন খড়িবাড়ির ভোগভিটার বাসিন্দা নিত্যানন্দ সিং।

প্রসঙ্গত, খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে সন্তান প্রসবের পর গত বুধবার অসুস্থ হয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন রঞ্জিতা। ছেলেও তাঁর কাছেই ছিল। ভর্তি হওয়ার পরদিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার রঞ্জিতার সদ্যজাতো চুরি হয়ে যায়। এই ঘটনায় গোটা রাজ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। পরে পুলিশের তৎপরতায় চোপড়া থেকে শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি শিশু চুরির ঘটনায় অভিযুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপর কয়েক দিনের চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ছুটি পেয়েছেন রঞ্জিতা। ছেলেকে নিয়ে এদিনই সমস্ত প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিকেলে বাড়ির পথে রওনা দেন তাঁরা। এদিন হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক, ডেপুটি সুপার সুদীপ্ত মণ্ডল, প্রসুতি বিভাগের চিকিৎসক ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত, মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সুদীপ দত্তের উপস্থিতিতে ওই সদ্যজাতোকে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ৫০ দিন আগে ২ মে জয়পুরে অনুষ্ঠিত হবে যোগ প্রোগ্রাম

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : আসন্ন ২১ জুন যোগ দিবস উদযাপনের জন্য কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রকের প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। এই ধারাবাহিকতায়, আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের ৫০ দিন আগে, ২ মে জয়পুরের ভবানী নিকেতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাসে একটি যোগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আয়ুষ, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মুঞ্জপাড়া মহেন্দ্রভাই। তিনি জানান, জয়পুরে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ২০ হাজারের বেশি মানুষ অংশ নেবেন। কেন্দ্রীয় আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে যোগ দিবসের ১০০ দিন আগে, নয়াদিল্লির তালকাটোরা এবং ৭৫ দিন আগে আসামের ডিব্রুগড়ে যোগ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস শুরু হয়েছিল। তিনি বলেন, আজকের পরিবর্তিত জীবনধারার কারণে সৃষ্ট রোগ প্রতিরোধে যোগাসনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। মানুষের প্রতিদিন যোগব্যায়াম করা উচিত, যাতে ভবিষ্যতে বিভিন্ন রোগ এড়ানো যায়।

কেন্দ্রীয় আয়ুষ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সালের আগে, সমগ্র দেশের আয়ুশের জন্য বাজেট ছিল প্রায় ৬০০ কোটি টাকা, এই বাজেটে আয়ুষের জন্য ৩৬৪৭ কোটিরও বেশি পরিমাণ ঘোষণা করা হয়েছে।

পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রয়াণে রাষ্ট্রীয় শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল গতকাল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভারত সরকার আজ এবং আগামীকাল দু'দিন রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে। রাষ্ট্রীয় শোক চলাকালীন সময়ে যে সমস্ত ভবনে নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় সেখানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। তাছাড়াও এই দু'দিন কোথাও সরকারি বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান করা যাবে না। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

ছত্তিশগড়ে বড় নকশাল হামলা আইইডি বিস্ফোরণে শহিদ ১১ জন

দান্তেওয়াড়া, ২৬ এপ্রিল (হি.স.) : ছত্তিশগড়ে বড়সড় হামলা চালিয়েছে মাওবাদীরা। নকশালদের আইইডি বিস্ফোরণে ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন চালক শহিদ হয়েছেন। বস্তার আইজি সুন্দর রাজ পি নকশাল হামলা এবং জওয়ানদের শহিদ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তথ্য অনুসারে, আরানপুর থানা এলাকায় নকশালদের উপস্থিতির খবরে, নকশালদের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য দান্তেওয়াড়া থেকে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের (ডিআরজি) বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। অভিযানের পরে ফিরে আসার সময়, নকশালরা আরানপুর রোডে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায়, যার ফলস্বরূপ ১০ জন ডিআরজি জওয়ান এবং একজন গাড়ি চালক যারা অভিযানে জড়িত ছিলেন তারা শহিদ হন। আচমকা এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য জওয়ানরা মোটেও প্রস্তুত ছিল না। খবর পেয়ে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বন্ধুর সিমকার্ড নিয়ে ভুয়ো কল করে কোটি টাকা প্রতারণা! দুর্গাপুরে দিল্লি পুলিশের জালে ধৃত ৩ যুবক

দুর্গাপুর, ২৬ এপ্রিল (হি. স.) বন্ধুর সিমকার্ড নিয়ে ভুয়ো কল করে কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ। দিল্লি পুলিশের জালে ধরা পড়ল দুর্গাপুরের তিন যুবক। বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে ধৃতদের ৩ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে দিল্লি নিয়ে গেল পুলিশ। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম দীপঙ্কর আঁকুড়ে, অনিকেশ দাস ও অর্ঘ্য মজুমদার দুর্গাপুর কোকওভেন থানার বীরভানপুর ও ডিপিএলের ক্ষুদিরাম কলোনীর বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাত্রে ওই তিন যুবককে গ্রেফতার করে দিল্লি পুলিশ। অভিযোগে জানা গেছে, ধৃত দীপঙ্কর আঁকুড়ে ও অনিকেশ দাসের কাছ থেকে সিম কার্ড নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারনা চক্র চালাত অর্ঘ্য মজুমদার। দুটি সিম কার্ড থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ফোন কল করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ২০২৩ সালে ১১ই মার্চ দিল্লি সাইবার ক্রাইম থানায় আর্থিক প্রতারনার একটি অভিযোগ দায়ের হয়। প্রতারকদের বিরুদ্ধে ৪২০/১২০ বি ধারায় মামলা রুজু করে দিল্লি সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

ধৃতদের বিরুদ্ধে কয়েক কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের ধারনা, এই তিন যুবক জামতাড়া গ্যাঙের সঙ্গে মিলে তারা এই অপরাধ সংগঠিত করত। সম্প্রতি, দিল্লি পুলিশের আধিকারিক জয়দেব মোড়ার নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি দল দুর্গাপুরে আসে। কোকওভেন থানা এলাকা থেকে ওই তিন যুবককে গ্রেফতার করে। প্রতারনা চক্রের সঙ্গে আরও কয়েকজন জড়িত থাকতে পারে বলে পুলিশের অনুমান। যদিও এ বিষয়ে দিল্লি পুলিশ মুখ খুলতে রাজি হয়নি। তবে তাদের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। বুধবার ধৃতদের দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক দিল্লি পুলিশের হাতে ট্রানজিট রিমান্ডের নির্দেশ দেন।

বেআইনীভাবে কৃষি জমি ও পুকুর ভরাটের অভিযোগ তুলল কৃষক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। বুধবার সারা ভারত কৃষকসভার সাধারণ সম্পাদক বিজু কৃষ্ণান এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। এই সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনোত্তর বিভিন্ন সন্ত্রাসের চিত্র তুলে ধরেন। পাশাপাশি গতকাল অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কৃষক সভার রাজ্য কমিটির বৈঠকে গৃহীত বিভিন্ন দাবি সমূহ রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন। দাবিগুলি হল , দুষ্কৃতিকারীদের দ্বারা যে সকল কৃষকদের ফসল, রাবার, গরু সহ অন্যান্য ক্ষতি হয়েছে, সরকারকে তার ক্ষতিপুরনের জন্য সাহায্য দিতে হবে। সারা রাজ্যে বলপূর্বক বেয়াইনীভাবে কৃষি-জমি ও পুকুর ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে খাদ্য ও মাছের সংকট দেখা দিচ্ছে ,তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

সরকারি ভাবে সার ও কীটনাশকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে। এস আর আই পদ্ধতিতে ধান চাষ পুনরায় চালু করতে হবে। জলসেচের সমস্ত আধারগুলিকে সচল ও চালু করতে হবে।গাভি প্রজননের প্রক্রিয়া পুনরায় চালু করতে হবে এবং এর জন্য নির্দিষ্ট কর্মীদের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

নাগিছড়া কৃষি খামারকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। আই সি আর কে এবং ৮টি বিজ্ঞান কেন্দ্রকে সক্রিয় ভাবে গড়ে তুলতে হবে। ধান রোপন, ধান ক্ষেত বাছাই, ধান কাটা সহ কৃষির সমস্ত কাজে রেগা ও টুয়েপ চালু করতে হবে। রেগা ও টুয়েপে ১০০ দিনের কাজ সকলকে নিয়ে করতে হবে। কৃষি দপ্তর ও উদ্যান দপ্তরে প্রয়োজনীয় আধিকারিক ও কর্মী নিয়োগ করতে হবে। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ১২৫ তম সংশোধনী বিলটি অবিলম্বে সংসদে পাস করতে হবে। ককবরক ভাষাকে সংবিধানে ৮তম তপশিলে অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। বন্য পশু হাতি ও বানরের উৎপাত থেকে কৃষকদের ফসল ও জুমের ফসল রক্ষা করতে বন দপ্তরকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে এবং সমস্ত জুমিয়া কৃষককে এককালীন সাহায্য করতে হবে। ইঁদুরের হাত থেকে ফসল রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এবছর সেচের অভাবে প্রচুর জমি চাষ করা যায়নি, ক্ষতিগ্রস্ত সকল কৃষক পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরন দিতে হবে। খরা, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সরকারী ভাবে সাহায্য করতে হবে।ধান ক্রয়-কেন্দ্র উপজাতি এলাকা সহ বাড়াতে হবে, ফসল উঠার সাথে ক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। জুম চাষীদের বীনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক দিতে হবে। পাট্টা প্রাপক কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না। বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প দিয়ে চাষ করার জন্য সাহায্য করতে হবে।

সর্বভারতীয় কিষাণ সভা ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এই সময়ের মধ্যে সাতজন কৃষককে হত্যা করা হয়েছে। শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন ১৪২৭ জন। ঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে ৮৮টি।ঘর আংশিক পুড়ে গেছে -৮৬টি।বাড়ি ভাংচুর হয়েছে ১৬টি। ১০৮টি বাড়িতে হামলা সংগঠিত হয়েছে। লুটপাট হয়েছে ১৫টি। বাড়িঘর লুট - ৫৫টি। দোকান সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে - ৯৭টি।দোকান ভাংচুর - ৩৮০টি। দোকান লুট -৪১টি। ২১৬টি রাবার বাগানে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে। ৩১টি পুকুরে বিষক্রিয়া সংগঠিত হয়েছে। সবজি ও অন্যান্য ফসলের ঘটনা৬০৬টি। গাড়ি ভাঙচুর - ১১টি।অটো স্ম্যাশড -৩টি। ২১টি। গাড়িতে আগুন লাগানো - হয়েছে। ৭৫টি অটো সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইক ভাঙা হয়েছে ১০৪ টি। -বাইক পোড়ানো হয়েছে ছয়টি। বাইক ছিনতাই হয়েছে তিনটি।

প্রান্তিক এলাকার জনগণের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে ঃ অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ এপ্রিল।। আজ উদয়পুর টাউন হলে এক অনুষ্ঠানে গোমতী জেলার ৫টি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন ও ভিলেজ অর্গানাইজেশনকে কমন সার্ভিস সেন্টারের পরিষেবা পৌঁছে দিতে মোবাইল ভ্যান দেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। উল্লেখ্য, গোমতী জেলার করবুক, কিল্লা, অমরপুর, শিলাছড়ি ও অম্পি ব্লকের ৪টি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন ও ১টি ভিলেজ অর্গানাইজেশনকে এই মোবাইল ভ্যানগুলি দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রান্তিক এলাকার জনগণের কাছে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দিতে সরকার কাজ করছে। এই লক্ষ্যেই রাজ্যে প্রতি ঘরে সুশাসন কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। জনসাধারণের সমস্যাগুলির দ্রত সমাধানের জন্য রাজ্যে ইতিমধ্যেই 'আমার সরকার' পোর্টাল চালু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, জনগণ এখন খুব সহজেই মোবাইলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারছেন।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী শ্রী সিংহরায় আরও বলেন, রাজ্যের মহিলাদের স্বশক্তিকরণে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া, বিধায়ক জীতেন্দ্র মজমদার, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদার ও গোমতী জেলার জেলাশাসক গোভেকর ময়ুর রতিলাল। সভাপতিত্ব করেন গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুমিত লোধ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।